কুদৃষ্টি

মাহবুবুলওলামা হযরত মাওলানা হাফেজ পীর
জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দা.বা.

অনুবাদ ও টীকা সংযোজন
শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

নাম : কুদৃষ্টি

মূল : মাহবুবুলওলামা পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দা.বা.

অনুবাদ : শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

স্বত্ব : কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া সম্পূর্ণ আমানতের সঙ্গে হুবহু ছাপানোর অনুমতি আছে।

প্রকাশকাল : মে ২০১৫
দ্বীতিয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদ :

শুভেচ্ছা বিনিময় : ১০০ (একশত) টাকা

প্রকাশনায় : **মাকতাবাতুল ফকীর**
মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া
৫১১/৫ (২২ বাড়ী) দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৯০১৬৯১২৯
পরিবেশনায় : **আল আসহাব শপ**
৫৩৩/এ, মধ্য মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৭০৪৪৪৮৯০

নিহলা
আম্মার কোব্বাদী
উমর কোব্বাদী
নাজিবা
জান্নাতের পাখি, কলিজার টুকরা উম্মে কুলসুম

তোমাদের জন্য ও তোমাদের আম্মুর জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। [সূরা ফুরকান : ৭৪]

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মাহবুবুলওলামা হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দা.বা.। আধ্যাত্মিক-জগতের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন অন্তত ওলামা-মহলে নেই। আধ্যাত্মিকতার এই জীবন্ত-পুরুষ গোটা বিশ্বব্যাপী নকশবন্দী-তরিকার শায়খ হিসাবে বর্তমানে এতটাই গ্রহণযোগ্য ও পরিচিত যে, এর তুলনা তরিকার প্রাণপুরুষ খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী রহ.-এর সাথেই চলে। অব্যক্ত এক স্নিগ্ধ টানে আমি অধম ১৪৩৫ হিজরীর রমযান মাসে ছুটে গিয়েছিলাম সুদূর আফ্রিকার জাম্বিয়ার লুসাকাতে 'সিলসিলা-আ'লিয়া' হিসাবে খ্যাত এই নকশবন্দী-তরিকায় শামিল হয়ে সুলুক তথা আত্মশুদ্ধির পবিত্র মিছিলে শরিক হতে। হযরতের কাছে বাইআত হলাম। ই'তেকাফ করলাম। دست بکار دل بیار 'হাত থাকবে কাজে, দিল বন্ধুর সাথে'-এর সবকে উদ্ভাসিত হলাম। পাশাপাশি অবর্ণনীয় তাগিদ অনুভব করলাম হযরতের সুবিন্যস্ত আদ্যোপান্ত-বিশ্লেষণমুখী বয়ান ও লিখনীগুলো তরজমা করে মুসলিম সমাজে তুলে ধরার। এ তাগিদ থেকে আমাদের এ প্রয়াস। কোনো প্রকার ব্যবসায়িক মানসিকতা নেই। আছে কেবল খেদমতের নিয়ত। নামও রেখেছি নিজের নামের সাথে ব্যবহার করা হযরতের পসন্দের নাম 'ফকীর' শব্দের সাথে মিল রেখে 'মাকতাবাতুল ফকীর'। 'ফকীর' শব্দটির প্রতি আকর্ষণ আমার আরেকটি কারণে আগ থেকেই ছিল। তা হল, হাকিমুল উম্মত থানবী রহ.-এর অন্যতম মুজায মাওলানা কোব্বাদ সাহেব রহ.–থানবীর ভাষায় যিনি ছিলেন 'নমুনায়ে সাহাবী'–তিনি নিজের নামের সাথে 'ফকীর' শব্দটি লেখা পসন্দ করতেন। তাঁর সাথে আমার বন্ধন লুকিয়ে আছে রক্তের ভেতরেই।

বাকি রইল ভুল-ত্রুটির কথা। পেলে এবং সুযোগ হলে ধরিয়ে দিলে কৃতার্থ হব। আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। আমীন।

উমায়ের কোব্বাদী

চেয়ারম্যান, আল-ফালাহ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

www.quranerjyoti.com
www.alfalahbd.org

সূচিপত্র

- ✓ অশ্লীলতার প্রধান উৎস/ ০৭
- ✓ দৃষ্টি-সংরক্ষণ : পবিত্র কুরআন কী বলে?/ ০৮
- ✓ দৃষ্টি সংযত রাখা সম্পর্কে হাদীসে যা রয়েছে/ ১০
- ✓ দৃষ্টি হঠাৎ পড়ে যাওয়া ক্ষমাযোগ্য/ ১১
- ✓ কুদৃষ্টি অনিষ্টের মূল/ ১২
- ✓ কুদৃষ্টি ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ি/ ১৩
- ✓ কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার মাঝে রয়েছে ঈমানের স্বাদ/ ১৩
- ✓ কুদৃষ্টি দ্বারা কখনও তুষ্ট হওয়া যায় না/ ১৪
- ✓ কুদৃষ্টি ক্ষতকে গভীর করে/ ১৫
- ✓ এ থেকে বুড়োরাও নিরাপদ নয়/ ১৫
- ✓ কুদৃষ্টির কারণে আমলের তাওফিক ছিনিয়ে নেয়া হয়/ ১৭
- ✓ কুদৃষ্টির কারণে মুখস্থশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে/ ১৮
- ✓ দৃষ্টি লাঞ্ছণার কারণ/ ১৯
- ✓ কুদৃষ্টির কারণে বরকত শেষ হয়ে যায়/ ২০
- ✓ কুদৃষ্টি-দানকারীর কাছে শয়তানের অনেক আশা-ভরসা/ ২০
- ✓ কুদৃষ্টির কারণে নেকি নষ্ট এবং গুনাহ অনিবার্য/ ২১
- ✓ কুদৃষ্টির কারণে মহান আল্লাহর অহংকার জেগে ওঠে/ ২১
- ✓ কুদৃষ্টি-দানকারী অভিশপ্ত/ ২২
- ✓ কুদৃষ্টিকে মানুষ সাধারণ মনে করে/ ২২
- ✓ কুদৃষ্টি থেকে কুকর্ম পর্যন্ত/ ২৩
- ✓ কুদৃষ্টির কারণে দেহে দুর্গন্ধ/ ২৩
- ✓ কুদৃষ্টির নগদ সাজা/ ২৫
- ✓ কুদৃষ্টির কারণে পবিত্র কুরআন ভুলে গেল/ ২৫
- ✓ কুদৃষ্টি ও ফটো-ভিডিও/ ২৬
- ✓ কুদৃষ্টি এবং সৌন্দর্য-প্রেমের ধোঁকা/ ২৭
- ✓ কুদৃষ্টির অশুভ পরিণাম/ ২৮

- ✓ কুদৃষ্টির দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি/ ২৯
- ✓ কুদৃষ্টির অনির্ধারিত শাস্তি/ ২৯
- ✓ কুদৃষ্টির প্রভাব অন্তরে/ ৩১
- ✓ কুদৃষ্টি এবং নূরবিহীন চেহারা/ ৩১
- ✓ কুদৃষ্টিমুক্ত থাকার পুরস্কার/ ৩২
- ✓ কুদৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা/ ৩২
- ✓ কুদৃষ্টির কারণে হাতিও টলে যায়/ ৩৪
- ✓ কুদৃষ্টির তিনটি বড় ক্ষতি/ ৩৪
- ✓ কুদৃষ্টি সম্পর্কে পূর্বসূরী সলফেসালেহীন যা বলেছেন/ ৩৬
- ✓ কুদৃষ্টির চিকিৎসা/ ৩৮
- ✓ পবিত্র কুরআনের আলোকে/ ৩৮
- ✓ পবিত্র হাদীসের আলোকে/ ৪৫
- ✓ সালাফ তথা পূর্বসূরী বুযুর্গদের বাণীর আলোকে/ ৪৭
- ✓ এক. কল্পনা পাল্টানো/ ৪৭
- ✓ দুই. নিজেকে সাজা দিন/ ৪৯
- ✓ অধমের অতিরিক্ত কিছু পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র/ ৫০
- ✓ এক. কুদৃষ্টির পরিবেশ থেকে বাঁচুন/ ৫০
- ✓ দুই. স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখুন/ ৫২
- ✓ তিন. নিজেকে নির্লোভ করে নিন/ ৫৪
- ✓ চার. হূরদের সৌন্দর্য্যের কল্পনা করুন/ ৫৫
- ✓ পাঁচ. আল্লাহর দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা ভাবুন/ ৫৬
- ✓ ছয়. নিজের মা-মেয়ের কল্পনা করুন/ ৫৭
- ✓ সাত. চোখে শলাকা পড়ার কথা ভাবুন/ ৫৭
- ✓ আট. নিয়মের কথা ভাবুন/ ৫৮
- ✓ নয়. নিজের নফসের সাথে বিতর্ক করুন/ ৫৯
- ✓ দশ. আল্লাহর সান্নিধ্যের মুরাকাবা করুন/ ৬১
- ✓ একটি ভুল বুঝাবুঝি/ ৬২

অশ্লীলতার প্রধান উৎস

দৃষ্টির লাগামহীনতাই অধিকাংশ অশ্লীলতার প্রধান উৎস। এজন্য গবেষকরা বলে থাকেন, কুদৃষ্টি সকল অনিষ্টের মূল। [১]

এ দু'টি ছিদ্র দিয়েই ফেৎনার বন্যা ছুটে আসে। সমাজের মাঝে অবস্থিত থৈ থৈ করা নগ্নতার মূল কারণও এ দু'টি ছিদ্র। তাই ইসলাম ছিদ্র দু'টির ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করে দিয়েছে।

প্রত্যেক মুমিনকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ এটাও ইসলামের ফলপসূ শিক্ষারই চমৎকার বহিঃপ্রকাশ। এতে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি যায় না, যৌনতার উদ্দামতা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে না। বাঁশও থাকে না, বাঁশিও বাজে না।

নীতির কথা হল, Nip the evil in the bud. অর্থাৎ মন্দের উৎসটা শেষ করে দাও।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত নয় তাদের মাঝে জৈবিক-চাহিদার আগুন জ্বলতে থাকে। এই লাগামহীনতাই মানুষকে ধীরে ধীরে বেহায়াপনার অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেয়।

---

[১] ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

إن فضول النظر أصل البلاء ، وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر

কুদৃষ্টি আপদের মূল। আর অহেতুক কথন বান্দার জন্য অনিষ্টতার দরজাসমূহ খুলে দেয়।– গিযাউল আলবাব : ১/৮৩। [অনুবাদক]

দৃষ্টি-সংরক্ষণ : পবিত্র কুরআন কী বলে?

এ সুবাদে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতা। তারা যা করে মহান আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্যক অবগত।[২]

পবিত্র কুরআনের আয়াতটি মুমিনদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা।

তাফসীর-বিশারদগণ লিখেছেন, আয়াতটিতে রয়েছে শিষ্টাচার, সতর্কতা ও চ্যালেঞ্জের বিবরণ। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হল–

ক. আয়াতের প্রথমাংশে রয়েছে শিষ্টাচারের বিবরণ। অর্থাৎ যে-সব বস্তু দেখা মুমিনদের জন্য অবৈধ, তা থেকে যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে। গোলামের কৃতিত্ব হল মনিবের আনুগত্য করা। আয়াতটিতে এ শিক্ষাও রয়েছে যে, দৃষ্টির হেফাজত প্রথম কাজ। লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ সর্বশেষ কাজ। একটির জন্য অপরটি অপরিহার্য। সুতরাং দৃষ্টির লাগাম ধরতে না পারলে লজ্জাস্থানও অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রণের গন্ডিতে রাখা যায় না।

খ. ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ অর্থাৎ এতে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্রতা। আয়াতের এ অংশে রয়েছে সতর্কতা। দৃষ্টির হেফাজতে রয়েছে অন্তরের পবিত্রতা। ফলে গুনাহের কুমন্ত্রণা অন্তরে ইতিউতি করে না। ইবাদতে মনোযোগ আসে। প্রবৃত্তিপনা, শয়তানিপনা, পাশবিক-তাড়না ও কুমন্ত্রণা প্রভৃতি থেকে অন্তপ্রাণকে বাঁচানো যায়। পক্ষান্তরে কুদৃষ্টির কারণে অন্তরের প্রশান্তি চলে যায়। অব্যক্ত অনুশোচনার অব্যাহত ভোগান্তির শিকার হতে হয়। ফেৎনায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

গ. আয়াতের শেষাংশ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তারা যা করে তা সম্পর্কে জানেন।' এর মাঝে রয়েছে চ্যালেঞ্জ। আল্লাহর পক্ষ

---

[২] সূরা নূর : ৩০

থেকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে যে, বান্দা যদি উক্ত দিকনির্দেশনার তোয়াক্কা না করে তাহলে যেন মনে রাখে যে, মহান আল্লাহ অসচেতন নন। তিনি বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জানেন। অবাধ্যদেরকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয়– তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।

মনে রাখবেন, পুরুষদের মতই নারীদেরকেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারাও যেন দৃষ্টি সংযত রাখে। কারণ নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই সৃষ্টির উপকরণ অভিন্ন। সুতরাং যৌনতার প্রতি আকর্ষণ নারী-প্রকৃতিতেও রয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা নারী জাতির উদ্দেশে বলেছেন

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

হে নবী! ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। [৩]

উক্ত আয়াতদ্বয়ের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এ বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণহীনতা বেহায়াপনার বিস্তৃতি ঘটায় এবং লজ্জাস্থানের শিহরণ তৈরি করে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে মানুষের বিবেকের ওপর পর্দা পড়ে যায়। মানুষ তখন বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে অন্ধ হয়ে যায়। গুনাহে জড়িয়ে পড়ে লাঞ্ছণার অতল সাগরে ডুব দিয়ে বসে।

এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মতই নারীদের অবস্থা হয়। বরং নারীরা সাধারণত আবেগ-প্রবণ হয়ে থাকে। অল্পতেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদের দৃষ্টি কোনো দিকে ঝুঁকে পড়লে ক্ষতির আশঙ্কা অধিক থাকে, তাই তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার গুরুত্বটা একটু বেশি।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন

ثُمَّ عَلَيْكَ وَفَّقَكَ اللهُ وَإِيَّانَا بِحِفْظِ الْعَيْنِ فَإِنَّهَا سَبَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَافَةٍ

অতপর তুমি দৃষ্টির সংরক্ষণ অবশ্যই করবে। আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে তাওফিক দান করুন। কেননা, এটা প্রত্যেক ফেৎনা ও আপদের কারণ। [৪]

---

[৩] সূরা নূর : ৩১

[৪] মিনহাজুল আবিদীন : ২৮

এর দ্বারা জানা গেল, চোখের ফেৎনা নিদারুণ ভয়াবহ। সমূহ ফেৎনার মূল উৎস এটি।

দৃষ্টি সংযত রাখা সম্পর্কে হাদীসে যা রয়েছে

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ

তোমরা দৃষ্টি অবনত রাখো এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত কর।[৫]

হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রহ. লিখেছেন, দৃষ্টি জৈবিকচাহিদার পিয়ন ও রাহবার হয়ে থাকে। দৃষ্টির সংরক্ষণ মূলতঃ লজ্জাস্থান ও যৌন-চাহিদা পূরণের অবাধ সুযোগের সংরক্ষণ হয়ে থাকে। যে দৃষ্টিকে অবাধে বিচরণ করতে দিয়েছে সে নিজেকে ধ্বংসের মাঝে ফেলে দিয়েছে। মানুষ যেসব আপদে নিমজ্জিত হয় এর মূলভিত্তি হল দৃষ্টি।[৬]

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ

দৃষ্টি হল ইবলিসের বিষাক্ত তীরসমূহের অন্যতম।[৭]

৩. জনৈক মনীষী বলেছেন

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ سَمّ اِلَى الْقَلْبِ

দৃষ্টি একটি তীর যা অন্তরে বিষ ঢেলে দেয়।[৮]

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

الْعَيْنَانِ زِنَاهُما النَّظَرُ

চোখের ব্যভিচার হল দেখা।[৯]

---

[৫] আলজাওয়াবুলকাফী : ২০৪

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] মুস্তাদরাকি হাকিম : ৪/৩১৩

[৮] ইবনু কাছীর : ০৩/২৮৩

[৯] মুসলিম : ২৪৫৭

এসব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, যে-ব্যক্তি পরনারীর চেহারার প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকায় সে তার সঙ্গে মনে মনে ব্যাভিচারও করে ফেলে।
পূর্বসূরী বুযুর্গানে-দীন দৃষ্টিকে বলেছেন, 'ভালোবাসার বাহক'। জুলাইখা ইউসুফ আলাইহিসসালামের চেহারার প্রতি না তাকালে নিজের জৈবিক-কামনার কাছে এভাবে নেতিয়ে পড়ত না এবং গুনাহের প্রতি আহবানও করত না।
ক্ষণিকের লাগামহীন আচরণের কারণে পবিত্র কুরআনে তার নাম লাঞ্ছণার সাথে আলোচিত হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত তার দিকে নির্লজ্জা কাজের জন্য ইঙ্গিত করা হবে। শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কত ভয়াবহ ও করুণ হয় কুদৃষ্টির লাঞ্ছণা।

দৃষ্টি হঠাৎ পড়ে যাওয়া ক্ষমাযোগ্য

অনেক সময় এমন হয়, পথে-ঘাটে আচমকাভাবে পরনারী সামনে এসে পড়ে। হঠাৎ তাদের চেহারার দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়।
এ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন

يا عليّ ! لا تُتبعِ النّظرةَ النّظرَةَ، فإنّ لَكَ الأولى ، ولَيسَتْ لَكَ الآخرَةُ

হে আলী! আচমকা দৃষ্টি পড়ে গেলে তুমি পুনরায় দৃষ্টি দিওনা। কেননা, প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য নয়। [১০]
বোঝা গেল, একবার দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ক্ষমাযোগ্য। তবে যদি প্রথম বারের দৃষ্টিপাতটাও স্বেচ্ছায় হয় তাহলে এটাও হারাম।
প্রথম দৃষ্টিপাত বৈধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অপলক নয়নে গভীরভাবে একবার দেখা। কারণ এটাও হারাম।

জারীর ইবনু আবদিল্লাহ রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, দৃষ্টি হঠাৎ পড়ে যায় তার বিধান কী? তিনি বলেন

---

[১০] তিরমিযী : ২৭৭৭

اِصْرِفْ بَصَرَكَ

দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নাও।[১১]

অনেক সময় শরীয়তসম্মত কোনো অপারগতার কারণে বিচারক, ডাক্তার ও জজ পরনারীর চেহারা দেখতে হয়। এক্ষেত্রে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে।[১২]

কুদৃষ্টি অনিষ্টের মূল

পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানো সকল অনিষ্টের মূল। শয়তান পরনারীর চেহারাকে খুব নয়নলোভন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে।

দূর থেকে সব জিনিস ভালোই দেখায়। এজন্যই প্রবাদ আছে, দূরের ঢোল শ্রুতিমধুর হয়। কুদৃষ্টির ফলে মানব-হৃদয়ে পাপের বীজ তৈরি হয়। সুযোগ পেলেই তা ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে।

কাবিল হাবিলের স্ত্রীর রূপ-যৌবনের প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছিল। পরিণামে তার কাঁধে এমনই ভূত চড়ে বসেছিল, আপন ভাইকে হত্যা করতেও তার কলিজা কাঁপেনি। পবিত্র কুরআনে তার এহেন কর্মকান্ডের আলোচনা এসেছে। গুনাহের ভিত্তি রচনা করার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য সকল হত্যার বোঝা তার ঘাড়েও চাপানো হবে।

বোঝা গেল, প্রথম দৃষ্টির ব্যাপারে তো ছাড় আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ক্ষেত্রে এই ছাড়টা আর থাকবে না।

چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئیں

یہاں جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گے

চলো, একপলক দেখে আসি সভা তোমার,

মনের অজান্তেই এখানে এসেই তুমি বসে পড়লে।

---

[১১] আবু দাউদ : ২১৪৮

[১২] এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, পুরুষ যাবে পুরুষ ডাক্তারের কাছে, মহিলা যাবে মহিলা ডাক্তারের কাছে। যদি পুরুষ ডাক্তার পাওয়া না যায়, তাহলে মহিলা ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারবে। অনুরূপভাবে মহিলার জন্যও যদি মহিলা ডাক্তার না পাওয়া না যায়, তাহলে পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারবে।–সারাখসী, আল-মাবসূত ১০/১৫৬ ; কাসানী,বাদাই ৫/১২২। [অনুবাদক]

এজন্য এটাই শ্রেয় যে, প্রথম-দৃষ্টির হেফাজত করবে। আশঙ্কার ভেতরে পড়ে যাওয়া সচেতন লোকদের স্বভাব নয়।

কুদৃষ্টি ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنّٰى، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

দুই চোখের ব্যভিচার হল হারাম দৃষ্টি দেয়া, দুই কানের ব্যভিচার হল পরনারীর কণ্ঠস্বর শোনা, যবানের ব্যভিচার হল অশোভন উক্তি, হাতের ব্যভিচার হল পরনারী স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হল গুনাহের কাজের দিকে পা বাড়ানো, অন্তরের ব্যভিচার হল কামনা-বাসনা আর গুপ্তাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যায় পরিণত করে। [১৩]

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, দৃষ্টি অন্তরে খটকা তৈরি করে। খটকাটা কল্পনায় রূপ নেয়। কল্পনা জৈবিক-তাড়নাকে উসকে দেয়। আর জৈবিক-তাড়না ইচ্ছার জন্ম দেয়।

সুতরাং বোঝা গেল পরনারীকে দেখার পরেই ব্যভিচারের ইচ্ছা জাগে। না দেখলে ইচ্ছাও জাগবে না। প্রতীয়মান হল, ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ির নাম হল কুদৃষ্টি।

প্রবাদ আছে, পৃথিবীর সবচে দীর্ঘতম সফর এক পা ওঠালেই শুরু হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কুদৃষ্টির মাধ্যমে শুরু হয় ব্যভিচারের সফর। ঈমানদারের কর্তব্য হল সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা ফেলা থেকে বিরত থাকা।

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার মাঝে রয়েছে ঈমানের স্বাদ

মুসনাদে আহমাদে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেছেন

[১৩] মিশকাত : ১/৩২

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ اَوّلَ مَرّةٍ ثُمّ يَغُضُّ بَصَرَه اِلّا اَحْدَثَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا

কোনো মুসলিম কোনো নারীর সৌন্দর্যের দিকে তাকাল, এরপর সে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ইবাদতের এমন স্বাদ দান করবেন, যা সে অনুভব করবে। [১৪]

তাবরানী শরীফে পরনারী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে

مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِيْ اَبْدَلْتُهُ إِيْمَاناً يَجِدُ حَلَاوَتَه فِيْ قَلْبِه

যে আমার ভয়ে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে, আমি অন্তরে এমন ঈমান সৃষ্টি করব, যাতে সে তার স্বাদ পাবে। [১৫]

কত উপকারী বেচাকেনা। কুদৃষ্টির সাময়িক ও তুচ্ছ স্বাদ ছেড়ে দিলে ঈমানের স্থায়ী মিষ্টতা ভাগ্যে জুটে।

প্রতীয়মান হল, মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তির বুকে প্রশান্তি দান করেন। এটা নিয়মের কথাও যে, আমলের প্রতিদান অনুরূপ বস্তু দ্বারা দেয়া হয়।

সুতরাং পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ক্ষণিকের মজা ছেড়ে দিলে, এর বিনিময়ে আল্লাহ ঈমানের স্বাদ দান করবেন।

কুদৃষ্টি দ্বারা কখনও তুষ্ট হওয়া যায় না

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, কুদৃষ্টি যতই দাও, এমন কি হাজার হাজার নারী-পুরুষ চোখের সামনে ঘোরালেও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুদৃষ্টি দিলেও পরিতৃপ্ততার নাগাল পাওয়া যাবে না।

কুদৃষ্টি এমন পিপাসার নাম যা নিবারণ হয় না। পানি-খেকো রোগীর মত। পানি যতই পান করুক, এমন কি পেট ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা হলেও যেন পিপাসা মিটে না।

সৌন্দর্য আপেক্ষিক বিষয়। আল্লাহ তাআলা এক জনের চাইতে আরেক জনকে বেশি সৌন্দর্য দান করেছেন। যত সুন্দরী নারীই দেখুক না কেন,

---

[১৪] মুসনাদে আহমাদ : ২২২৭৮

[১৫] তাবরানী : ১০৩৬৩

আরেক জনকে দেখার পিপাসা অন্তরে রয়েই যায়। এই সমুদ্রে সারাজীবন সাতার কেটেও তীরের নাগাল পাবে না। কারণ এই সমুদ্র কূল-কিনারাবিহীন।

কুদৃষ্টি ক্ষতকে গভীর করে

কুদৃষ্টির তীর বিঁধে গেলে অন্তরের জ্বালা শুধু বাড়তেই থাকে। কুদৃষ্টির বৃদ্ধির পাশাপাশি হৃদয়ের এ ক্ষত আরো গভীর হতে থাকে।

হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, দৃষ্টির তীরে প্রথমে বিদ্ধ হয় নিক্ষেপকারী নিজেই। কারণ হল, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী অপর পক্ষের দৃষ্টি-বিনিময়কে নিজের ক্ষতের ওষুধ বলে মনে করে। অথচ তা ক্ষতকে আরো গভীর করে।[১৬]

لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں

ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں

লোকেরা চলে কাঁটা এড়িয়ে আর

আমি ফুলের আঘাতে আহত।

হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

الصَّبْرُ عَلى غَضِّ البَصَرِ أَيْسَرُ مِنَ الصَّبْرِ عَلى أَلَمِ ما بَعْدَهُ

চোখ বুজে নেওয়া কঠিন নয়, তবে চোখ খোলা রাখার পরবর্তী কষ্টে ধৈর্যধারণ করা কঠিন।[১৭]

এ থেকে বুড়োরাও নিরাপদ নয়

ব্যভিচার থেকে অনেকেই বেঁচে থাকতে পারে। কারণ, এটি করার জন্য আয়োজন লাগে। প্রথমত সঙ্গীর সম্মতি লাগে। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত স্থান ও সুযোগের দরকার হয়। তৃতীয়ত মানুষের সামনে ধরা খেলে লাঞ্ছিত হতে

---

[১৬] আলজাওয়াবুলকাফী : ৪১৭

[১৭] প্রাগুক্ত

হয়, তাই নির্জনতারও প্রয়োজন হয়। এজন্য ভদ্র ও সম্মানিত লোকেরা এতে কম জড়ায়।
পেশাদার নারীর সাথে ব্যভিচার করতে হলে টাকা-পয়সা পানির মত ঢালতে হয়। তাছাড়া এইডস সিফিলিস টাইপের যৌন রোগের ভয় তো আছেই।
পক্ষান্তরে কুদৃষ্টির গুনাহ করতে হলে এত কিছুর দরকার হয় না। এতে মান-সম্মান যাওয়ার ভয় থাকে না। কারণ, কে কোন্ দৃষ্টিতে কার দিকে তাকাচ্ছে– এটা তো আল্লাহই ভালো জানেন। বৃদ্ধ লোকটি যে কি-না যৌনক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, সেও খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে পারে। বরং অনেক সময় সে গুনাহ না করতে পারার আফসোসেও কুরে কুরে জ্বলতে পারে।
কবির ভাষায়

جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے
بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے

অনেক সময় যৌবনের চাইতে বার্ধক্যের তেজ বেশি হয়
যেমন নিস্তব্ধ ভোরে প্রদীপ জ্বলে ওঠে।

অনেকে দেহের দিক থেকে বৃদ্ধ হলেও অন্তরের দিক থেকে সতেজ থাকে। এরা যৌবনের স্মৃতি সব সময় নিজেদের মাঝে খুঁজে ফিরে। কবির ভাষায়

پیری تمام ذکر جوانی کٹ گئ
کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں کٹ گئ

যৌবন-স্মৃতিতে চলে গেল গোটা বার্ধক্য,
কী সে রাত ছিল যে, এক কাহিনীতেই শেষ হয়ে গেল!

অনেকের এক পা চলে যায় কবরে, কোমরটা সোজা রাখতে পারে না, তবুও খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে। কবির ভাষায়

عہد پیری میں جوانی کی امنگ
آہ کسی وقت میں کیا یاد آیا

বৃদ্ধ-বেলায় যৌবনের উদ্দামতা,
আহ! কোন্ সময় কী যে মনে পড়ে গেল।

তামাশার আরেকটি দিক হল, অনেক সময় নারীরা পরপুরুষকে ‘বুড়ো মানুষ’ মনে করে পর্দা করে না, ফলে বুড়ো মানুষটি কুদৃষ্টির গুনাহ সহজেই করে নিতে পারে। কামনা-লিপ্সু বৃদ্ধরা চুল সাদা করে ফেলে, কিন্তু অন্তর থাকে কলুষিত। বিচার দিবসে সময়ের ভাষাতে বলবে

نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد

یارب! اگران کردہ گناہوں کی سزا ہے

না করা গুনাহগুলোর যে আফসোস, তারও আজ সাজা হবে!

প্রভু হে! যদি শুধু কৃত গুনাহগুলোর শাস্তি হত!

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, এক বৃদ্ধকে আমি চিনতাম। অনেক কাজে তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু। কিন্তু তিনি নিজে বলেছেন, তিনি কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত। কুদৃষ্টির গুনাহ এতটাই ভয়াবহ। বুড়ো মিয়া কবরের পাড়ে চলে গেছেন কিন্তু পুরনো রোগ তার সাথে লেগেই আছে।

কুদৃষ্টির কারণে আমলের তাওফিক ছিনিয়ে নেয়া হয়

শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. বলেন, কুদৃষ্টি অত্যন্ত খতরনাক রোগ। এ বিষয়ে আমার নিজেরও একটা অভিজ্ঞতা আছে। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব যিকির ও মুজাহাদার প্রথম দিকে জোশ ও মজার ঘোরে থাকেন। কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে ইবাদতের মজা হারিয়ে ফেলেন। পরিণামে ধীরে ধীরে ইবাদত ছেড়ে দেয়ার দিকে অগ্রসর হন। [১৮]

উদাহরণস্বরূপ, সুস্থ যুবকের যদি জ্বর হয়, ভালো হওয়ার নামও না থাকে তাহলে দুর্বলতার কারণে সে চলাফেরাতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। কাজের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার মন চায় বিছানায় পড়ে থাকতে। অনুরূপভাবে কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। নেককাজ করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

---

[১৮] আপবীতী : ৬/৪১৮

কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আমলের তাওফিক তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। নেককাজের নিয়তও করে, কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে নিয়তে দুর্বলতা চলে আসে।[১৯] কবির ভাষায়

تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور

جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئ

জান্নাতি-হূরের কথা শোনে নামাযের জন্য প্রস্তুত ছিলাম,
মূর্তিগুলোর দাপানি দেখে নিয়ত পাল্টে গেল।

কুদৃষ্টির কারণে মুখস্থশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে

মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলেন, পরনারী কিংবা সুশ্রী-বালকের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকালে মুখস্থ-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।[২০]
এ কথার সত্যতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, কুদৃষ্টি-দানকারী হাফেজের 'মঞ্জিল' মুখস্থ থাকে না। হেফজ-পড়ুয়া ছাত্রদের কুরআন মুখস্থ করা জটিল হয়ে দাঁড়ায়।
ইমাম শাফিঈ রহ. নিজ শিক্ষক ইমাম ওয়াকী রহ.-এর কাছে মুখস্থ-শক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করেন। তিনি তাঁকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার দিক-নির্দেশনা দেন। ইমাম শাফিঈ রহ. এ ঘটনাকে কবিতার পোশাক পরিয়ে বলেন

شَكَوْتُ اِلى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ

فَاَوْصَانِيْ اِلى تَرْكِ ا لْمَعَاصِيْ

---

[১৯] ফুযাইল ইবনু ই'য়ায রহ. বলেন

مَنْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الْهَوَى وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ مَوَادُّ التَّوْفِيقِ

কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা যার উপর বিজয়ী হয়। তার থেকে তাওফিকের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়।– সাফ্ফারীনী, গিযাউল আলবাব : ২/৪৫৮। [অনুবাদক]

[২০] ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللهُ فِي الْقَلْبِ ، وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ ذَلِكَ النُّورَ

ইলম হলো আলো বিশেষ যা অন্তরে সঞ্চারিত হয় এবং গোনাহ সেই আলোকে নিভিয়ে দেয়।– ফয়জুল কাদীর : ১/১১৯। [অনুবাদক]

فَاِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنْ اِلٰهِيْ

وَ نُوْرُ اللهِ لَا يُعْطٰى لِعاصى

'আমি ইমাম ওয়াকী-র কাছে নিজের মুখস্থ-শক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে ছাত্র! গুনাহ ত্যাগ কর। কেননা, ইলম আল্লাহ তাআলার নূর। আল্লাহর নূর কোনো গুনাহগারকে দেয়া হয় না। [২১] [২২]

কলেজ ইউনিভার্সিটি বিশেষত মাদরাসার ছাত্রদের জন্য এতে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ আছে।

কুদৃষ্টি লাঞ্ছণার কারণ

শায়খ ওয়াসিতী রহ. বলতেন, মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে লাঞ্ছিত করতে চান, তখন তাকে সুন্দর চেহারা দেখার অভ্যাসে লিপ্ত করে দেন।

বোঝা গেল, কুদৃষ্টি অপমানিত হওয়ার মৌলিক কারণ। যে-সব সৌভাগ্যবান নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে তারা অনেক আপদ-মুসিবত থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। মীর তকী মীরের ভাষায়

اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی

প্রেমের এ খেলায় সাইয়েদদের সম্মানও গেল।

মির্জা গালিব বলেন

عشق نے غالب کو نکما کر دیا

ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے

প্রেম-মগ্নতা গালিবকে করেছে অকর্মা,
অন্যথায় আমিও ছিলাম কাজের মানুষ।

---

[২১] ফা ফির্রূ ইলাল্লাহ : ৩৩

[২২] ইমাম মালেক রহ. একবার ইমাম শাফেঈ রহ.-কে উপদেশ দেন

إِنِّي أَرَى اللهَ تَعَالَى قَدْ أَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا، فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ

আমি দেখছি আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরে নূর দিয়েছেন, তুমি গুনাহের অন্ধকার দিয়ে তাকে মিটিয়ে দিয়ো না।–ফা ফির্রূ ইলাল্লাহ : ৩৩। [অনুবাদক]

কুদৃষ্টির কারণে বরকত শেষ হয়ে যায়

কুদৃষ্টির অন্যতম মন্দ প্রভাব হল, এর কারণে রুটি রুজি ও সময়ের বরকত শেষ হয়ে যায়। ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা ছুটে আসে। যাপিত জীবনের কষ্ট ও চেষ্টা সফলতার মুখ দেখে না। আপাত দৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথা সময়ে কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়। পেরেশানি ও টেনশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে। অথচ সে নিজের আত্মিক-কলুষতার কারণে বিপদাপদের মধ্যে পড়ে থাকে। নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় ছিল যখন সে মাটিতে হাত রাখলেও সোনা হয়ে যেত। আর এখন সোনায় হাত রাখলেও মাটিতে পরিণত হয়। এসবই কুদৃষ্টির কারণে হয়। [২৩]

কুদৃষ্টি-দানকারীর কাছে শয়তানের অনেক আশা-ভরসা

জনৈক বুযুর্গের শয়তানের সাথে দেখা হল। তিনি শয়তানের কাছে জানতে চাইলেন, যে কারণে মানুষ তোমার জালে ধরা পড়ে সে ধ্বংসাত্মক কাজ কোনটি?

শয়তান উত্তর দিল, পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টি দেয়া এমন কাজ, আমি তার ব্যাপারে প্রত্যাশা রাখি যে, সে আমার জালে যে-কোনো সময় ফেঁসে

---

২৩ নবীজী ﷺ বলেন

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

নিশ্চয়ই ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।−মুসনাদ আহমাদ: ৫/২৭৭ ইবনু মাজাহ: ৯০।

আলী রাযি. বলেন

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا. فَإِنّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ

যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নেয়ামত দূর করে দেয়।− ইবনুল কাইয়িম, আদ-দা ওয়াদদাওয়া : ১/৭৫

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন

وإنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوادًا في الوَجْهِ، وظُلْمَةً في القَلْبِ ووَهَنًا في البَدَنِ، ونَقْصًا في الرِّزْقِ، وبُغْضَةً في قُلُوبِ الخَلْقِ

গুনাহের কাজ করলে চেহারা কুৎসিত হয়। অন্তর অন্ধকার হয়। দেহের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। রিজিকের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়। মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ভাব জন্মায়।− রাওযাতুল মুহিব্বীন : ৪৪১। [অনুবাদক]

যাবে। দৃষ্টি অবনত রাখে এমন লোকের ব্যাপারে আমি নিরাশায় ভুগতে থাকি, আমার অনেক চেষ্টা-তদবির তার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি শপথ করেছিলাম, আদম সন্তানকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরব। চারিদিকের মধ্যে নিচের দিক পড়ে না। তাই এই দিকটা নিরাপদ। যে-ব্যক্তি দৃষ্টি নিচু করে সে আমাকে আশাহত করে।[২৪]

কুদৃষ্টির কারণে নেকি নষ্ট এবং গুনাহ অনিবার্য

পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টি-দানকারী নগদ হোক কিংবা দেরিতে হোক ইশকে-মাজাযী তথা অনৈতিক সম্পর্কে সাধারণত আটকা পড়ে। সে মাখলুককে নিজের প্রেমপাত্র বানিয়ে নেয়। জনৈক লোকের ভাষায়

تو ہی میرا دین وایمان سجناں

হে প্রিয়তম! তুমিই আমার দীন ও ঈমান।

এ জাতীয় কাজকে শিরকে-খফী তথা গোপন শিরক বলা হয়। অথচ শিরক এমন গুনাহ যার কারণে সকল নেকি ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাকেই বলে, নেকি ধ্বংস এবং গুনাহ অনিবার্য।[২৫]

কুদৃষ্টির কারণে মহান আল্লাহর অহংকার জেগে ওঠে

নবীজী ﷺ বলেছেন

اَنَا غَيُوْرٌ وَاللهُ اَغْيَرُ مِنِّيْ وَ مِنْ غَيْرَتِه حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَماَ بَطَنَ

---

[২৪] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন

مَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ

প্রতিটি দৃষ্টিতে শয়তানের অভিলাষ থাকে।–বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান :২/১২৬ [অনুবাদক]

[২৫] হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

أجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات

সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। আর বিপরীতে গোপন ইবাদত দীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায়।– মাউকিউ দুরারিস সুন্নিয়্যা : ১/২৪৩। [অনুবাদক]

আমি আত্মমর্যাদাশীল। আল্লাহ তাআলা আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাশীল। আত্মমর্যাদাবোধের কারণে আল্লাহ বাহ্যিক ও গোপন অশ্লীলতা হারাম করেছেন।[২৬]

কুদৃষ্টি বেহায়াপনার ভূমিকা স্বরূপ। এটিতে কেউ লিপ্ত হলে মহান আল্লাহর অহংকারে আঘাত আসে। তাকে তাঁর মহান দরবার থেকে অভিশপ্ত করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। কুদৃষ্টি-দানকারীকে নিজ রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। যারা সৎ জীবন যাপন করতে চান, তারা যেন কুদৃষ্টির গুনাহ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকেন। এতে তাঁর রহমত-ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে।

কুদৃষ্টিদানকারী অভিশপ্ত

হাদীস শরীফে আছে

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ

মহান আল্লাহ অভিশম্পাত দেন দৃষ্টি দানকারী পুরুষ ও দৃষ্টিদানে সুযোগ দানকারী নারীর ওপর।[২৭]

যে-সব মেয়ে সাজগোজ করে পর্দার তোয়াক্কা না করে ঘুরে বেড়ায় এবং যারা তাদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায়–উভয় শ্রেণী অভিশপ্ত।

এটা কত বড় ক্ষতির কথা! কুদৃষ্টি-দানকারী গুনাহে লিপ্ত থাকাবস্থায় আল্লাহর রহমত থেকে ছিটকে পড়ে এবং তাঁর লা'নতের পাত্র হয়ে যায়।

সুতরাং তাওবা করা উচিত। এমন যেন না হয়, মৃত্যু চলে এল অপরদিকে লা'নতের মধ্যে পড়ে রইল। মহান আল্লাহ বলেন

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

এটা দুনিয়া ও আখেরাতের অপদস্থতা এবং স্পষ্ট অপদস্থতা।[২৮]

কুদৃষ্টিকে মানুষ সাধারণ মনে করে

কুদৃষ্টি বড় ধরনের গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ একে সাধারণ মনে করে। এজন্য দেদারসে এটি করে যায়।[২৯]

---

[২৬] সহীহ বুখারী : ৭৪১৬

[২৭] বাইহাকী, মেশকাত : ২৭০

[২৮] সূরা হজ্জ : ১১

যৌবনের শুরুতে যৌবনের প্রাবল্যের কারণে গুনাহটি করে থাকে। পরে তা এমন দূরারোগ্য ব্যাধিতে রূপ নেয় যে, কবরে যাওয়া পর্যন্ত এটি আর ছাড়াতে পারে না। সুতরাং এটি সাধারণ গুনাহ নয় বরং

إِنَّهُ مِنْ اَعْظَمِ الْمَصَائِبِ

এটি মহা বিপদের একটি।

কুদৃষ্টি থেকে কুকর্ম পর্যন্ত

হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, দুর্ঘটনার শুরু হয় দৃষ্টি থেকে। যেমন লেলিহান আগুনের শুরুটা একটি মাত্র কয়লা দিয়ে। সুতরাং লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের জন্য দৃষ্টির সংরক্ষণ জরুরী। [৩০]

যে-সব লোক কুদৃষ্টিতে জড়িয়ে পড়ে তারাই কুকর্মে লিপ্ত হয়। যাদের দৃষ্টি স্বাধীনতার শিকার হয় তাদের লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তখন মানুষ অপরিহার্যভাবে কুকর্মে জড়িয়ে পড়ে। [৩১]

সুতরাং জানা গেল, চোখ প্রথমে শুরু করে এবং লজ্জাস্থান তার শেষটা করে।

কুদৃষ্টির কারণে দেহে দুর্গন্ধ

শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. বলেন, এটা খুবই পরীক্ষিত বিষয় যে, কুদৃষ্টির কারণে কাপড়ে দুর্গন্ধ তৈরি হয়।

---

[২৯] ফুযাইল ইবনু ই'য়ায রহ. বলেন

بِقَدْرِ مَا يَصْغَرُ الذَّنْبُ عِنْدَكَ يَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ عِنْدَكَ يَصْغَرُ عِنْدَ اللَّهِ

তুমি গুনাহকে যত তুচ্ছজ্ঞান করবে আল্লাহর কাছে তা তত বেশি গুরুতর মনে হবে এবং তুমি গুনাহকে যতটা গুরুতর মনে করবে আল্লাহ তাকে তত তুচ্ছজ্ঞান করবেন।–হিদায়াতুল মুরশিদ : ২০৩। [অনুবাদক]

[৩০] আলজাওয়াবুলকাফী : ২০৪

[৩১] ইমাম গাযালী রহ. বলেন

مَن لمَ يَقدِر عَلَى غَضِّ بَصَرِه لم يَقدِر عَلَى حِفظِ فَرجِهِ

যে-ব্যক্তি দৃষ্টির হেফাজত করতে পারে না, সে লজ্জাস্থানেরও হেফাজত করতে পারে না।–ইতহাফুস সাদাহ : ৭/৪৩৩। [অনুবাদক]

কুদৃষ্টি কত ক্ষতিকর বিষয় যে, এর প্রতিক্রিয়া নগদ প্রকাশ পায়। এমনকি শরীর ও কাপড় থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে।
পক্ষান্তরে যারা দৃষ্টিকে শালীন বানায়, পবিত্র জীবন যাপন করে তাদের দেহ থেকে সুগন্ধি ছড়ায়। হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। নবীজী ﷺ-এর পবিত্র দেহ থেকে এমন সুগন্ধি ছড়াত যে, সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে সক্ষম হতেন, এপথ দিয়ে নবীজী ﷺ গিয়েছিলেন।

এক হাদীসে এসেছে, উম্মে সুলাইম রাযি. ছোটদের মাধ্যমে নবীজী ﷺ-এর বিন্দু-বিন্দু ঘাম শিশিতে সংগ্রহ করে নিতেন। পরে তা যখন সুগন্ধির সাথে মেশাতেন সুগন্ধি আরো বেড়ে যেত।

এই বিষয় দেখা যায় হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাযি-এর মাঝে। হযরত উমর রাযি. বলতেন

كَانَ رِيْحُ اَبِىْ بَكْرٍ اَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

আবুবকরের শরীরের সুগন্ধ মিশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি মোহনীয়।[৩২]
এর দ্বারা বোঝা গেল, পবিত্র ও শালীন জীবন যাপনকারীর শরীরে সুগন্ধির সৃষ্টি হয়, বিপরীতে অশ্লীলতায় লিপ্ত ব্যক্তির দেহে দুর্গন্ধ তৈরি হয়।

যারা ইউরোপ আমেরিকায় গিয়েছেন তাদের এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আছে যে, ইংরেজরা দেখতে অনেক স্মার্ট মনে হয়, তাদের পোশাকও থাকে বেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বিমানে পাশের সিটে বসলে একধরনের উৎকট গন্ধ তাদের শরীর থেকে স্পষ্ট অনুভূত হয়।
মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র।[৩৩]

সারা দুনিয়া জানে অপবিত্রের মধ্যে দুর্গন্ধ থাকে, এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

---

[৩২] কানযুল উম্মাল : ১২/৪৯৭

[৩৩] সূরা তাওবা : ২৮

কুদৃষ্টির নগদ সাজা

কুদৃষ্টির একটি ধরন হল, কারো ঘরের দরজা-জানালা কিংবা ছিদ্র দিয়ে দেখা।

হাদীস শরীফে এ ব্যপারে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। এমনকি ঘরের মালিককে দর্শনকারীর চোখ ফুঁড়ে দেয়ার অধিকারও দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغيرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بعَصاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُناحٌ.

কেউ যদি অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখে তুমি তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ কর। এর দ্বারা যদি তার চোখ ফুটো হয়ে যায় তোমার কোনো অপরাধ হবে না। [৩৪]

কুদৃষ্টির কারণে পবিত্র কুরআন ভুলে গেল

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. 'তালবীসে-ইবলীস' কিতাবে লিখেছেন, আবু আব্দুল্লাহ ইবনু আজলা বলেন, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটি খৃস্টান সুশ্রী বালককে দেখছিলাম। ইত্যবসরে আবু আবদিল্লাহ বালখী রহ. আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আমি বললাম, চাচা! একটু দেখুন, এই সুদর্শন চেহারাটিকে কিভাবে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে!

আমার এ উত্তর শুনে তিনি তার দুটো হাত দ্বারা আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, এই কুদৃষ্টির ফল তুমি পাবে।

বেশ কিছুকাল যদিও চলে গেছে। কিন্তু চল্লিশ বছর পর আমি গুনাহটির প্রতিক্রিয়া দেখলাম। পবিত্র কুরআন আমি ভুলে গেলাম। [৩৫]

আবুল আইয়ান বলেন, আমি আমার উসতাদ আবু বকর দাক্কাকের সাথে যাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে একটি কিশোরের কমনীয় চেহারার ওপর আমার

[৩৪] ইবনু কাসীর : ৩/২৮০

[৩৫] তালবীসে ইবলীস : ৩৪৯

কামদৃষ্টি পড়ে। উসতাদ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললেন। বললেন, তুমি এর পরিণতি ভোগ করবে।

কিছুদিন পর আমি কুরআন মাজীদ ভুলে গেলাম।[৩৬]

কুদৃষ্টি ও ফটো-ভিডিও

কুদৃষ্টির আরেকটি ধরন হল, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত কিংবা যৌন-ম্যাগাজিনের কভারপেজে ব্যবহৃত নগ্ন ফটো দেখা, টিভির সংবাদ দেখার বাহানায় ফিল্ম-নাটকের অভিনেত্রীদেরকে দেখা।

পথে চলতে গিয়ে বিভিন্ন সাইনবোর্ডের মডেলদেরকে দেখা।

গার্লফ্রেন্ড কিংবা বয়ফ্রেন্ডের ফটো লুকিয়ে রাখা এবং নির্জন পরিবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যৌনকাতর হয়ে দেখা।

ইন্টারনেটে, পেশাদার নারীদের নগ্ন ফটো-ভিডিও দেখা অথবা ব্লুফ্লিম সম্বলিত সিডি দেখা।

এসব কিছুই কুদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

অনেকে বিয়ে-শাদির সময় নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরা সম্বলিত অনুষ্ঠানের ফটো-ভিডিও করে নিজের কাছে রেখে দেয় এবং নিজে দেখে, অন্যদেরকেও দেখায়।

মনে রাখবেন, ফটো-ভিডিও দেখা সরাসরি দেখার চেয়েও ক্ষতিকর। পথের দেখা এতটা নিখুঁত ও নিবিড় হয়না, যতটা ফটো-ভিডিও দ্বারা হয়। তাই এর থেকে আরো বেশি সতর্ক থাকা জরুরি।

বিকৃত রুচির জনৈক কবি ফটোর প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন

ترے تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے

کہ جتنا چاہو بوسے لو نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے

তোমার ছবিতে একটি বিষয় তোমার চেয়ে সুখকর,
যত চাই চুমো দেই, নেই কোনো ঝাড়ি ও গালি।

---

৩৬ প্রাগুক্ত

কুদৃষ্টি এবং সৌন্দর্যপ্রেমের ধোঁকা

কিছু অজ্ঞ লোক বলে থাকে, আমরা সুদর্শন চেহারা দেখে মহান আল্লাহর বড়ত্বের সাথে পরিচিত হই। এটা নিচক প্রতারণা ও শয়তানি-প্রবঞ্চণা।

মহান আল্লাহর বহু সৃষ্টি আছে যেগুলো দেখা বৈধ এবং যেগুলো তাঁর বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

ফুলের বিচিত্র বাহার দেখুন, সেগুলোর সৌরভ নিয়ে ভাবুন। ফলের সুগন্ধি কিভাবে মানুষের অন্তপ্রাণকে আচ্ছন্ন করে নেয়, তা সম্পর্কে চিন্তা করুন। ফলের বৈচিত্র ও মিষ্টতা সম্পর্কে ভাবুন। মহান আল্লাহ বলেন

انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

ফলের প্রতি তাকাও যখন তা পূর্ণতা লাভ করে। [৩৭]

সমুদ্র-লেক ও ঝর্ণাধারাগুলো দেখুন। পৃথিবীর প্রশস্ততা আকাশের উচ্চতা মানুষকে আহবান করে নিজেকে নিয়ে ভাবনার প্রতি।

মহান আল্লাহ বলেন

أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আকাশের দিকে কিভাবে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে এবং ভূমন্ডলের দিকে কিভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে? [৩৮]

ভাবতে মনে চাইলে চাঁদ সূর্য তারকার সৌন্দর্য নিয়ে ভাবুন। বাতাসে উড়ন্ত দৃষ্টিনন্দন পাখি, পানির সাতারু বিচিত্র মৎসরাজি কি ভাবনার জন্য যথেষ্ট নয়?

শুধু মানুষের চেহারা ভাবনার জন্য রয়ে গেল? এসবই খোঁড়া অজুহাত। গুনাহের অজুহাত নিকৃষ্ট গুনাহের মতই।

---

[৩৭] সূরা আনআ'ম : ৯৯

[৩৮] সূরা গাশিয়া : ১৭-২০

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর সামনে একবার মনের কাছে পরাজিত এক লোক এই অজুহাত পেশ করল যে, আমি তো সুশ্রী-চেহারাগুলো দেখি আল্লাহর সৃষ্টি-নিপুনতা ও কুদরতের কারিশমা অনুধাবন কার জন্য।

তিনি লোকটিকে অত্যন্ত শিক্ষণীয় উত্তর দিয়ে বললেন

'তুমি তোমার মায়ের লজ্জাস্থান নিয়ে ভাবো যে, কিভাবে এত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে তোমার মত মানুষ জন্ম দিয়েছেন!'

কুদৃষ্টির অশুভ পরিণাম

হযরত উসমান গণী রাযি.-এর কাছে এক ব্যক্তি এল যার দৃষ্টি পথে অবাঞ্ছিত স্থানে পড়েছিল। তিনি লোকটির চোখ দেখেই বুঝে ফেললেন। বললেন

مَا بَالُ أَقْوَا مٍ يَتَرَشَّحُ الزِّنَا مِنْ أَعْيُنِهِمْ

এজাতির কী হয়ে গেল! তাদের চোখ দিয়ে ব্যভিচার টপকে পড়ছে।

লোকটি অবাক হয়ে বলে ওঠল, এখনও অহির ধারা অবশিষ্ট আছে?

উসমান রাযি. উত্তর দিলেন, না, এটা তো মুমিনের অন্তদৃষ্টি।

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কারণ তিনি আল্লাহর নূর দ্বারা দেখেন। [৩৯]

কাশফের অধিকারীরা লিখেছেন, কুদৃষ্টির কারণে এমন অন্ধকার সৃষ্টি হয় যে, যা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা ধরে ফেলেন। পক্ষান্তরে শালীন ও আল্লাহভীরু-ব্যক্তির চোখে থাকে নূর। [৪০]

---

[৩৯] মাদারিজুস সালেকীন : ২/৪৮৬

[৪০] আবু শুযা' কিরমানী রহ. বলেন

مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ وَأَكَلَ مِنْ الْحَلَالِ، لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَتُهُ

যে-ব্যক্তি তার বাহ্যিক দিকসমূহকে সুন্নাত দারা সাজায়, আর সবসময় অন্তর দিয়ে আল্লাহর কথা চিন্তা করে, নিষিদ্ধ বস্তু হতে চোখকে হেফাযত করে, প্রবৃত্তিকে অন্যায় কর্ম হতে বিরত রাখে এবং হালাল খায়, তার অন্তর্দৃষ্টি কখনোই ভুল করেনা।–ইগাসাতুললাহফান : ১/৪৮। [অনুবাদক]

কুদৃষ্টির দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, এক ব্যক্তির ঘটনা। মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে লোকেরা তাকে কালেমার তালকীন দিল।
লোকটি বলল, আমার জিহবা তো কালেমার জন্য নড়ে না।
জিজ্ঞেস করা হল, কারণ কী?
সে জানাল, এক মহিলা আমার কাছে এসেছিল তোয়ালে খরিদ করার জন্য। আমার ভালো লেগে ওঠে। আমি কামদৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখেছিলাম।

ইবনুল জাওযী রহ. লিখেছেন, মিসরের জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন আযান দেয়ার উদ্দেশে মিনারে ওঠল। পাশের ছাদে দৃষ্টি পড়তে জনৈক সুন্দরী খৃস্টান নারীর প্রতি তার চোখ পড়ল। ভাবল, নতুন ভাড়াটিয়া মনে হচ্ছে, আযানের পর গিয়ে পরিচিত হব। আযানের পর মুয়াজ্জিন গেল ওই প্রতিবেশীর বাড়িতে। দরজায় কড়া নাড়ার পর মহিলাটির বাবা বের হল। কথাবার্তার একটা পর্যায়ে জানা গেল, এতো মহিলা নয়; বরং কুমারী মেয়ে। এখনও বিয়ে হয় নি। মুয়াজ্জিন বিয়ের প্রস্তাব দিল।
মেয়ের বাবা শর্ত জুড়ে দিল, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।
মুয়াজ্জিনের অন্তরে কামনার এমন ভূত চেপে বসেছিল যে, সে 'হ্যাঁ' বলে দিল।
মেয়ের বাবা বলল, ঠিক আছে, চল, ছাদে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।
মুয়াজ্জিন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠতে লাগল। হঠাৎ পা পিছলে সে পড়ে গেল এবং ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে গিয়ে সেখানেই মারা গেল।[৪১]

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے

আল্লাহকে পেল না, প্রতিমারও ঘনিষ্ঠ হল না।
এ কূলও পেল না, ওই কূলও রইল না।

কুদৃষ্টির অনির্ধারিত শাস্তি

আল্লাহ তাআলা বলেন

---

[৪১] ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া : ১/৪৫৯

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

তিনি চোখের খেয়ানত ও অন্তরের মাঝে লুকায়িত বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানেন।[৪২]

আলোচ্য আয়াতে 'কুদৃষ্টি গুনাহ' এটা বলা হয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত কোনো শাস্তির কথা বলা হয় নি।

এর রহস্য হল, মানুষ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের লোক হল, যাদের অনুভূতিশক্তি এতটাই ভোঁতা যে, এরা কথায় নয়; বরং জুতায় মানে। আয়াতটিতে তাদেরকে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, আমি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে জানি। যদি বিরত না থাকো তাহলে মর্মস্পর্শী শাস্তি দেয়া হবে।

چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کی راز

جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

চোখের চুরি আর অন্তরের ভেদ।
হে অমুখাপেক্ষী আল্লাহ! তুমি জান সবকিছু।

আরেক ধরনের লোক হল, অনুভূতি-প্রবণ; তারা যখন অনুধাবন করতে পারে যে, আমাদের মালিক আমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে জেনে ফেলেছেন, তখন তারা লজ্জায় কাতর হয়ে যায়। আয়াতটিতে তাদেরকেও লজ্জা দেয়া হচ্ছে। এদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কুদৃষ্টির সাজা প্রত্যেককেই তার স্বভাব অনুপাতে দেয়া হবে।

জনৈক লোকের ভাষায়

جیسے روح ویسے فرشتے

আত্মা যেমন ফেরেশতা তেমন।

جتنا بے حیا اتنی زیادہ سزا

নির্লজ্জতা যত সাজাও হবে তত।

---

[৪২] সূরা মুমিন : ১৯

কুদৃষ্টির প্রভাব অন্তরে

হযরতে আকদাস থানবী রহ. বলেন, দৃষ্টিদানের মাধ্যমে অন্তরের গুনাহের অস্তিত্ব আসে। অনেকে পরনারী ও সুশ্রী-বালকের দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকায়। তখন অন্তরের এর একটা ছাপ পড়ে যায়। তারপর সে নির্জনে কল্পনার মাধ্যমে উক্ত লালসা চরিতার্থ করে। অন্তরের এ গুনাহ চোখের গুনাহের চেয়েও জঘন্য।

ফকীহগণ লিখেছেন, কোনো ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসকালে যদি পরনারীর কল্পনা করে তাহলে তার ব্যভিচারের গুনাহ হবে।[৪৩]

কুদৃষ্টি এবং নূরবিহীন চেহারা

কুদৃষ্টির কারণে চেহারার নূর চলে যাওয়া কুদৃষ্টির অন্যতম প্রভাব। হাদীসে আছে, আবু উসামা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেছেন

لَتَغُضَّنَّ اَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوْجَكُمْ اَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللهُ وُجُوْهَكُمْ

তোমাদের চোখ অবশ্যই নিম্নগামী করবে এবং তোমাদের গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণ করবে তা না হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা বিনষ্ট করে দিবেন।[৪৪]

---

[৪৩] ইবনু আবিদীন শামি রহ. বলেন

ولم أر من تعرض للمسألة عندنا

‘আমাদের (হানাফি মাযহাবের) কেউ মাসআলাটিতে আপত্তি করেছেন বলে আমি দেখি নি।–হাশিয়াতু ইবনু আবিদীন ৬/৩৭২।

ইবনুল হাজ আল মালিকি রহ. বলেন

أن الرجل إذا رأى امرأةً أعجبته وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها . وهذا نوع من الزنا

একজন ব্যক্তি যখন কোনো নারীকে দেখার পর সেই নারী তাকে আকর্ষণ করে তখন সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময় সেই নারীকে তার চোখের সামনে দৃশ্যমান রাখে যাকে সে দেখেছিলো। এটা এক প্রকার ব্যভিচার।–আল মাদখাল ২/ ১৯৫।

ইবনু মুফলিহ আল হাম্বালি রহ. বলেন

لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم

যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় অন্য নারীর অবয়বকে কল্পনা করে তাহলে সে গুনাহগার হবে।–আল আদাব ৯৮। [অনুবাদক]

[৪৪] তাবারানী বর্ণিত, আততারগীব ওয়াততারহীব : ৩/৩৭

চেহারা বিনষ্ট হওয়ার প্রথম ধাপ হল, চেহারাকে নূরবিহীন করে দেয়া। সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও চেহারার মায়া চলে যাবে।

কুদৃষ্টিমুক্ত থাকার পুরস্কার

যে-ব্যক্তি দৃষ্টির হেফাজত করবে পরকালে সে দুটি পুরস্কার পাবে।

প্রথমত, প্রতিটি দৃষ্টির হেফাজতের বিনিময়ে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ দ্বারা সে ধন্য হবে।

দ্বিতীয়ত, এমন চোখ কেয়ামতের দিন কান্না থেকে নিরাপদ থাকবে।

পবিত্র হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

كُلُّ عينٍ باكيةٌ يومَ القيامةِ، إلا عينٌ غَضّتْ عن مَحَارِمِ اللهِ ، وعَيْنُ سَهِرَتْ في سبيلِ اللهِ، وعينٌ خرج منها مِثْلُ رأسِ الذُّبابِ دَمْعَةٌ من خشيةِ اللهِ

কেয়ামতের দিন সকল চোখ থেকেই পানি ঝরবে। তবে, কেবলমাত্র আল্লাহ ঘোষিত নিষিদ্ধ দৃষ্টি থেকে যে তার চোখ অবনমিত করেছে, যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারায় কেটেছে এবং যে চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে মাছির মাথার পরিমাণ পানি বেরিয়েছে। তা ব্যতীত। [৪৫]

কুদৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। পুরুষদের জন্য কেবল পরনারীকে দেখা নয়; বরং যদি মাহরাম-নারীকে দেখলেও কামনা জাগে তখন তাদেরকেও দেখা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। [৪৬]

---

[৪৫] আততারগীব ওয়াততারহীব : ৩/৩৪

[৪৬] আবু বকর আল হুসাইনি আশ শাফিঈ রহ. বলেন

يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف

মাহরামের প্রতি কামনার দৃষ্টি দেয়া সকলের মতে হারাম।–কিফায়াতুল আখইয়ার : ১/৪৬০। [অনুবাদক]

বালকদেরকে দেখার ক্ষেত্রেও একই কথা। বরং কোনো পুরুষকে দেখলে যদি গুনাহের চিন্তা আসে তাহলে তাকেও দেখবে না। [৪৭]

একই বিষয় নারীদের ক্ষেত্রেও। তাদের জন্য কেবল পরপুরুষ নয়; বরং কোনো ছোট ছেলেকে দেখার পর যদি কুকল্পনা আসে তাকেও দেখা থেকে বিরত থাকবে।
হযরত আবু হুরাইরা রাযি. ছোট ছেলেদের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকানো থেকে নিষেধ করতেন। [৪৮]

আমাদের মাশায়েখ বলেছেন, তোমরা বালকদের সাথে বসো না। কারণ এটা মেয়ে-ঘটিত দুর্ঘটনা থেকেও খতরনাক।

এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল, পরমেয়ের সাথে বসার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকে, পক্ষান্তরে কমবয়সী ছেলেদের সাথে বসার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। সুতরাং এক্ষেত্রে ফেৎনার আশঙ্কা বেশি।
অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্য পরপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা থাকে। কিন্তু নারী নারীর পাশে বসা সহজ। সুতরাং কোনো নারী যদি এই আশঙ্কা করে যে, অমুক মেয়ের পাশে বসলে গুনাহে জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে, তাহলে তার থেকেও পরপুরুষের মতই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে তার চেহারার প্রতিও তাকাবে না। তার সাথে গল্প করবে না।

قدم قدم پہ یہاں احتیاط لازم ہے
کہ منتظر ہے یہ دنیا کسی بہانے کی

এজগতে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রয়োজন সতর্ক থাকার।
কারণ দুনিয়া অপেক্ষায় থাকে কোনো বাহানার।

---

[৪৭] ইবনু আবিদীন শামী রহ. বলেন

ويحرمُ النظر إلى وجه الأمرد إذا شك في الشهوة ، أما بدونها فيباح ولو جميلاً

দাড়িবিহীন বালকের প্রতি কাম-দৃষ্টিতে তাকানো হারাম। তবে যদি কামনা না থাকে তাহলে সুশ্রী হলেও তার দিকে তাকানো বৈধ।–হাশিয়া ইবনু আবিদীন : ১/৪০৭। [অনুবাদক]

[৪৮] তালবীসে ইবলীস : ৩৪৬

কুদৃষ্টির কারণে হাতিও টলে যায়

কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত ব্যক্তি কখনও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করতে পারে না। শয়তান তাকে কুকৌশলে ধোঁকায় ফেলে রাখে যে, তুমি তো কেবল দেখছ, করছ না তো! অথচ দেখাটাই তো করার ভূমিকা। দৃশ্যত মানুষ যত দৃঢ়চেতার অধিকারীই হোক (এমনকি হাতির মত হলেও) কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে না থাকলে একদিন না হয় একদিন ফেঁসে যাবেই।

اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی

ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھدیا

এবার যার মনে দাগ কাটবে সেই আলো পাবে।
আমি তো অন্তর জ্বালিয়ে সবার সামনে রেখে দিয়েছি।

কুদৃষ্টির তিনটি বড় ক্ষতি

কুদৃষ্টির কারণে মানুষের অন্তরে যৌন-উদ্দামতার ঝড় সৃষ্টি হয়। মানুষ এ বন্যার তীব্রতায় ভেসে যায়। এর কারণে তিনটি বড় ক্ষতি অস্তিত্বে আসে।

এক. কুদৃষ্টির কারণে মানুষের অন্তরে কল্পিত প্রিয়ার ছবি তৈরি হয়। সুন্দর চেহারা তার দেল-দেমাগে জেঁকে বসে। সে জানে, কল্পিত চেহারার অধিকারীণী পর্যন্ত পৌঁছতে সে পারবে না, তবুও সে নির্জনে তার কথা ভেবে মজা ভোগ করে। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সাথে কল্পনার জগতে গল্প করে। বিষয়টা এ পর্যন্ত গড়ায় যে, কবির ভাষায়

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

তুমি যেন আমার পাশে তখন থাকো,
যখন কেউ থাকে না।

কুদৃষ্টিকে বাহন বানিয়েই শয়তান মানুষের মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসে এবং তাকে শয়তানি-কর্মকান্ড করার প্রতি তাড়া দেয়। ফাঁকা নির্জন স্থানে যেমনিভাবে অন্ধকার তার গাঢ় প্রভাব বিস্তার করে, অনুরূপভাবে শয়তানও ওই ব্যক্তির অন্তরে বিষাক্ত প্রভাব ঢেলে দেয়। যাতে করে সে তার সামনে

নিষিদ্ধ বিষয়গুলো খুবই আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে পারে এবং তার সামনে একটি নয়নলোভন মূর্তি তৈরি দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এমন ব্যক্তির অন্তর দিবানিশি ওই মূর্তিটার পূজায় লিপ্ত থাকে। ইতরামিপূর্ণ আশা ও কামনা নিয়ে সে মেতে ওঠে।

এটাকেই বলা হয় কামপূজা, প্রবৃত্তি-পূজা, নফস-পূজা। বরং এটা এক প্রকার মূর্তিপূজাও। এটা শিরকে-খফী তথা গোপন শিরিক। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি। যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।[৪৯]

এসব কল্পিত উপাস্য থেকে নিজের অন্তপ্রাণকে মুক্ত করা ছাড়া ঈমানের স্বাদ ভাগ্যে জুটবে না এবং আল্লাহর নৈকট্যের স্নিগ্ধ বাতাস পাওয়া যাবে না। কবির ভাষায়

بتوں کو توڑ کر تخیل کے ہوں کے پتھر کے

মূর্তিগুলো ভেঙ্গে কল্পনায় হয়ে আছ পাথরের।

দুই. কুদৃষ্টির দ্বিতীয় ক্ষতি হল, মানুষের মন-মস্তিষ্ক বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ঘরে সতী-সাধবী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার অন্তর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় না। স্ত্রী ভাল লাগে না। খুটিনাটি বিষয় নিয়েও স্ত্রীর ওপর রাগ করে। ঘরোয়া পরিবেশ তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। বাইরের মহিলাদের প্রতি সে কুকুর যেমন শিকারের দিকে তাকায়, সেভাবে তাকায়। অনেক সময় কাজকর্মেও তার মন বসে না, ছাত্র হলে পড়ালেখা ছাড়া বাকি সব ভালো লাগে। ব্যবসায়ী হলে ব্যবসা থেকে তার মন ওঠে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমালেও শান্তির ঘুম আসে না। কেউ দেখে মনে করবে যে, সে ঘুমিয়ে আছে, মূলত সে কল্পিত-প্রিয়ার কল্পনায় ডুবে আছে।

তিন. কুদৃষ্টির তৃতীয় বড় ক্ষতি হল, হৃদয় সুন্নাত-বিদআত ও হক বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্তর্দৃষ্টি-শক্তি চলে যায়। দীনের প্রজ্ঞা

---

[৪৯] সূরা কাহ্ফ : ২৮

ও ইলমি-বৈভব থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। গুনাহের কাজ তার কাছে গুনাহ মনে হয় না। এরূপ পরিস্থিতিতে দীনের ব্যাপারে শয়তান তাকে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। নেককারদের সম্পর্কে তার অন্তরে বদধারণা সৃষ্টি হয়। এমনকি পোশাক-আশাকে ও অবয়বে দীন পালনকারী ব্যক্তিবর্গ তার কাছে ঘৃণার পাত্র মনে হয়। সে বাতিল ঘরানার হয়েও নিজেকে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে। অবশেষে ঈমানহারা হয়ে জাহান্নামী হয়ে মারা যায়।[৫০]

কুদৃষ্টি সম্পর্কে পূর্বসূরী সলফেসালেহীন যা বলেছেন

এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ

কুদৃষ্টিদানকারী ও কুদৃষ্টিদানে সুযোগদানকারী উভয়ের ওপর আল্লাহ লা'নত করেছেন।[৫১]

দুই. হযরত দাউদ আলাইহিসসালাম নিজের ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, বাঘ ও অজগরের পেছনে ছুটতে পার, কিন্তু কোনো নারীর পেছনে নয়।[৫২]

উদ্দেশ্য হল, বাঘ ও অজগর উল্টো তেড়ে আসলে মরণ-ঘাটে চলে যাবে। কিন্তু নারী তেড়ে আসলে জাহান্নামের ফাঁদে ফেঁসে যাবে।

---

[৫০] ইবনু রজব রহ. বলেন

أَنَّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ বান্দার গোপন গুনাহ, যা সম্পর্কে মানুষ জানত না।–জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৭২। [অনুবাদক]

[৫১] বাইহাকী, মেশকাত শরীফ : ২৭০

[৫২] সাঈদ ইবনু যুবাইর রহ. বলেন, দাউদ আলাইহিসসালাম-এর নিকট ফেৎনা এসেছিল, দৃষ্টির দিক থেকে। তাই তিনি নিজের ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন

يَا بُنَيَّ ، امْشِ وَرَاءَ الْأَسَدِ وَالْأُسُودِ ، وَلَا تَمْشِ وَرَاءَ امْرَأَةٍ

বাঘ ও অজগরের পেছনে ছুটতে পার, কিন্তু কোনো নারীর পেছনে নয়।–ইতহাফুস সাদাহ : ৭/৪৩৩। [অনুবাদক]

তিন. হযরত ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া আলাইহিসসালামকে জিজ্ঞেস করা হল, ব্যভিচারের শুরুটা কিভাবে হয়? তিনি বললেন, চোখ থেকে। [৫৩]

চার. হযরত উমর রাযি. বলেন, দুটো জীর্ণ পুরনো হাড়ও একসাথে মিলিত হলে পরস্পরের প্রতি আসক্ত হবে। জীর্ণহাড় দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। [৫৪]

পাঁচ. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. বলেন, যখন তুমি কাউকে দেখবে যে, সে কোনো সুশ্রী বালকের প্রতি অপলক তাকিয়ে থাকে, তাহলে বুঝে নাও 'ডাল মেঁ কুচ কালা হায়'। [৫৫]

ছয়. ফতেহ মুসিলী রহ. বলেন, আমি ত্রিশজন মাশায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যাদেরকে অলি-আবদাল মনে করা হয়, প্রত্যেকেই বিদায়কালে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, কমবয়সী ছেলেদের সংশ্রব থেকে নিরাপদ থাকবে, কমবয়সী ছেলেদের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। [৫৬]

সাত. ইবনু যাহির মাকদিসী রহ. বলতেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পুরুষের প্রতি আসক্ত থাকে তাহলে তার জন্য ওই পুরুষকে দেখা হারাম।

আট. ইমাম গাযালী রহ. বলতেন, মুরিদের ওপর হিংস্র প্রাণীর থাবাকে আমি ওই পরিমাণ ভয় করি না, যে পরিমাণ ভয় করি তাকে কোনো কমবয়সী ছেলের সান্নিধ্যে দেখলে।

---

[৫৩] ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া আলাইহিসসালামকে জিজ্ঞেস করা হল, ما بدء الزنا؟ ব্যভিচারের শুরুটা কিভাবে হয়? তনি বললেন, النظر والتمني চোখ ও কামনা থেকে।–ইতহাফুস সাদাহ : ৭/৪৩৩। [অনুবাদক]

[৫৪] তালবীসে ইবলীস : ৩৫৬। [অনুবাদক]

لَوْ خَلَا عَظْمَانِ نَخِرَانِ لَهَمّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، يُشِيرُ إِلَى الشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ

[৫৫] মাজমুয়ু'ল ফাতাওয়া : ১৫/৩৭৭। [অনুবাদক]

إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يُلِحُّ بِالنَّظَرِ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ فَاتَّهِمُوهُ

[৫৬] মাজমুয়ু'ল ফাতাওয়া : ১৫/৩৭৬। [অনুবাদক]

صَحِبْت ثَلَاثِينَ شَيْخًا كَانُوا يُعَدُّونَ مِنْ الْأَبْدَالِ كُلُّهُمْ أَوْصَانِي عِنْدَ مُفَارَقَتِي لَهُ: اتَّقِ صُحْبَةَ الْأَحْدَاثِ: اتَّقِ مُعَاشَرَةَ الْأَحْدَاثِ

নয়. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলতেন, কুদৃষ্টি স্মরণশক্তির জন্য প্রাণনাশকারী বিষতুল্য।

দশ. মুজাদ্দিদে আলফেছানী রহ. তাঁর মাকতুবাতে লিখেছেন, যার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে নেই, তার অন্তরও নিয়ন্ত্রণে নেই। আর যার অন্তর নিয়ন্ত্রণে নেই, তার লজ্জাস্থানও নিয়ন্ত্রণে নেই।

কুদৃষ্টির চিকিৎসা

বর্তমানে ইন্টারনেট টিভি ও ভিসিআরের কারণে ঘরে-ঘরে ফ্লিম নাটকের ছড়াছড়ি। নগ্নতা ও অশ্লীলতার তুফান চলছে। যুবতীরা পর্দাহীন হয়ে দেহ-প্রদর্শনী করে মার্কেটে-মার্কেটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এ্যাডভেটাইসের নামে পথের কিনারায় নারীদের আকর্ষণীয় ছবি দেখা যাচ্ছে। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে নারীদের উত্তেজক ছবি তো এখন সাধারণ বিষয়।

এহেন পরিবেশে যুবক তো পরের কথা, বুড়োদের দৃষ্টি সংযত রাখাও মহা আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও এ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। যাদের অন্তরের হেদায়েতের আলো আছে, তারা গুনাহটির ব্যাপকতা দেখে ভেতরে-ভেতরে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

তরিকতের সালিক-মুরিদ ও শিষ্যরা নিজেদের পীরের কাছে এ থেকে পরিত্রাণের ওষুধ প্রার্থনা করেন। তাই প্রয়োজন মনে হল, এ থেকে পরিত্রাণের কিছু পরীক্ষিত ওষুধ কুরআন-হাদীসের আলোকে পেশ করব। যাতে দৃষ্টি হারাম পাত্র থেকে ফিরে এসে হালাল পথে ধাবিত হয়। যৌন-উম্মাদনার জ্বলে ওঠা আগুন নিভে যায়। পবিত্র ও শালীন জীবনযাপন সহজ হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনের আলোকে

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশে পবিত্র কুরআনের আলোকে সাতটি ব্যবস্থাপত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল

এক. মহান আল্লাহ বলেন

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ

মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে।[৫৭]

কুদৃষ্টির সর্বোত্তম চিকিৎসা হল, নিজের দৃষ্টি অবনত রাখা। সুতরাং সালেক তথা আত্মশুদ্ধি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হল, পথে চলতে গিয়ে দৃষ্টিকে অবনত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা।

পায়ে হেঁটে চললে দৃষ্টি নিচের দিকে রাখুন। গাড়িতে থাকলে দৃষ্টি এতটুকু উঠিয়ে রাখুন, যেন অন্যান্য গাড়ির চলাচল বুঝতে সক্ষম হন। কারো চেহারার প্রতি দৃষ্টি নয়; কারণ ফেৎনার শুরুটা এটা দ্বারাই হয়।[৫৮]

দৃষ্টি ভুল করে ফেললে ইসতেগফার করুন এবং দৃষ্টি নামিয়ে নিন। এ অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, এমনকি এটাকে জীবনের অংশ বানিয়ে নিন।[৫৯]

অফিসিয়াল কাজে কিংবা কেনাকাটার সময় কোনো নারীর সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে তার চেহারার দিকে তাকাবেন না। যেমনিভাবে কেউ কারো ওপর অসন্তুষ্ট থাকলে কথা বলার সময় পরস্পরের প্রতি তাকায় না। দৃষ্টি বিনিময় করেনা। অনুরূপভাবে কোনো প্রয়োজনে পরনারীর সাথে কথা বলতে হলে এটা মনে রাখবেন যে, আল্লাহর নির্দেশের কারণে আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট, সুতরাং তার চেহারার প্রতি তাকাব না।[৬০]

---

[৫৭] সূরা নূর : ৩০

[৫৮] আনাস ইবনু মালেক রাযি. বলেন

إذا مَرّت بِكَ امرَأَةٌ فَغمِّض عَينَيكَ حتى تُجَاوِزَكَ

যদি তোমার পাশ দিয়ে কোনো নারী অতিক্রম করে, তখন অতিক্রম না করা পর্যন্ত তুমি তোমার চোখকে অবনত রাখ।–মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা : ৯/৩৬১ ।[অনুবাদক]

[৫৯] হাফেজ ইবনু তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর শায়খকে বলল, আমার গুনাহ হয়ে যায় কী করব? শায়খ বললেন, তাওবা করবে। লোকটি বলল, তাওবা করার পর যদি আবার গুনাহ হয়? শায়খ বললেন, তাওবা করবে। লোকটি বলল, যদি আবারও গুনাহ হয়? শায়খ বললেন, এবারও তাওবা করবে। লোকটি বলল, কত বার তাওবা করব?

শায়খ উত্তর দিলেন

إلى أن تُحْزِنَ الشيطان

শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবা করতেই থাকবে।– ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া : ৭/৪৯২ [অনুবাদক]

[৬০] রবী ইবন খাসইয়াম রহ. তিনি সর্বদা দৃষ্টিকে নিচু করে রাখতেন। একদিন তার পাশ দিয়ে কতক নারী অতিক্রম করলে, তিনি তার মাথাকে নিচু করে তার বুক পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তখন

দুই. আল্লাহ তাআলা বলেন

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

নারীদের থেকে তোমাদের পছন্দমত বিয়ে কর। [৬১]

যত দ্রুত সম্ভব দীনদার অনুগত ও সুন্দরী নারী দেখে বিয়ে করে নিন, যাতে করে জৈবিক-চাহিদা পূরণ করা যায়।

ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি অধিক নফল নামায পড়াকে নিজের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থাপত্র মনে করে তাহলে তার চিকিৎসা করা উচিত। ক্ষুধার ওষুধ হল, খানা খাওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষুধা নিবারণের প্রার্থনা করা। অনুরূপভাবে দৃষ্টি পবিত্র রাখার ব্যবস্থাপত্র হল, বিয়ে করা এবং আল্লাহর কাছে পবিত্র জীবন যাপনের জন্য দোয়া করা। [৬২]

সুযোগ পেলে স্ত্রীর চেহারার দিকে ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাবেন। আল্লাহর শোকর আদায় করবেন যে, নেয়ামতটি না পেলে কত গ্লানি যে পোহাতে হত! যে কামদৃষ্টি মার্কেটে বিচরণশীল নারীর প্রতি দেন তা স্ত্রীর প্রতি দিন। স্ত্রীকে পরিষ্কার-পচ্ছিন্ন থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। ভালো কাপড় কিনে দিন। অন্য নারীর কাছে যা কিছু আছে তার সবই আপনার স্ত্রীর কাছেও আছে।

ভাবুন, আমি যদি পরনারীর প্রতি তাকাই তাহলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে নিজের স্ত্রীকে দেখলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

হাদীসে আছে, 'যে-ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি মুচকি হেসে তাকায় এবং যে-স্ত্রী স্বামীর প্রতি মুচকি হেসে তাকায় তখন আল্লাহ তাআলা উভয়ের প্রতি মুচকি হেসে তাকান।'

মহিলা মনে করল, তিনি অন্ধ, ফলে তার অন্ধত্ব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করল।–গাযযুল বাস্র : ৩৯৫। [অনুবাদক]

[৬১] সূরা নিসা : ৩

[৬২] ওমর ইবনু খাত্তাব রাযি. জনৈক অবিবাহিতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন

ما يمنعُك من النِّكاحِ إلَّا عجزٌ أو فجورٌ

তোমাকে বিয়ে করতে বাধা দিচ্ছে হয়তো অক্ষমতা; নয়তো পাপাচারিতা।–আলইসাবা : ৪/৭৮ [অনুবাদক]

হালালকে দেখুন প্রাণ ভরে, যেন হারামের প্রতি লোভ না জাগে। যখনই মন পরনারীর প্রতি আকর্ষণবোধ করবে তখনই স্ত্রীর কথা কল্পনায় আনুন। দেখবেন, গুনাহের চিন্তা অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে।

তিন. আল্লাহ তাআলা বলেন

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

নিশ্চয় যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে যখন তাদেরকে শয়তানের কোনো দল ঘিরে ধরে তখন তারা আল্লাহর যিকির করে। সুতরাং তাদের অনুভূতি ফিরে আসে।[৬৩]

আয়াতটিতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, যখনই শয়তান আক্রমন করবে, অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিবে তখনই যিকিরের অস্ত্র ব্যবহার করে তা প্রতিহত করবে।

সুতরাং রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় যিকিরের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সম্ভব হলে তাসবীহ রাখবেন। অন্যথায় মনে-মনে যিকির করবেন। অলসতা গুনাহের অন্যতম ভূমিকা। সুতরাং যিকির দ্বারা অলসতা দূর করুন।[৬৪]

যিকিরের আলো অন্তরে অপার্থিব প্রশান্তির জন্ম দেয়। তখন নিষিদ্ধ স্থানে চোখও তুলতে মন চায় না।

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذت آشنائی

যখন দুই জগত থেকে হৃদয়কে অপরিচিত করে নেয়,
তখন বন্ধুত্বের স্বাদ মুগ্ধতা-ছড়ানো হয়।

---

[৬৩] সূরা আ'রাফ : ২০১

[৬৪] এক লোক হাসান বসরী রহ.-কে বলল

يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَشْكُو إِلَيْكَ قَسْوَةَ قَلْبِي

হে আবু সাঈদ! আপনার নিকট অন্তর কঠিন হওয়ার অভিযোগ করছি।
তিনি বললেন

أذبه بالذكر

তুমি (অন্তরের কঠিনতা থেকে বাঁচতে) যিকির করবে।–ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া : ৬৯। [অনুবাদক]

চার. আল্লাহ তাআলা বলেন

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন। [৬৫]

আত্মার সংশোধন-প্রয়াসী সালেক যখনই পরনারীর প্রতি তাকানোর ইচ্ছা করবে তখনই এ কল্পনা করবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। এতে দৃষ্টির হেফাজত করা সহজ হবে।

এর দৃষ্টান্ত হল,ওই নারীর বাবা কিংবা স্বামী যদি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে তবে কি আমি ওই নারীর প্রতি তাকিয়ে থাকতে পারব? তখন কি আমার মনে হবে না যে, ওই নারীর বাবা বা স্বামী আমার ওপর রাগ করবেন? অনুরূপভাবে ভাবুন, আমি যদি পরনারীর প্রতি তাকাই, অথচ আল্লাহ আমাকে দেখছেন, তখন অবশ্যই তিনি রাগ করবেন। যদি তিনি পাকড়াও করেন তাহলে আমার কী অবস্থা হবে?

পাঁচ. আল্লাহ তাআলা বলেন

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যারা আমার পথে সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে পথ দেখাব। [৬৬]

তাফসীর-বিশারদগণ লিখেছেন, শরীয়তের ওপর চলার উদ্দেশ্যে মনের বিপরীত আমল করাকেই মুজাহাদা তথা সাধনা বলে। এটা বাস্তব যে, মুজাহাদা দ্বারা 'মুশাহাদা' লাভ হয়।

সুতরাং পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দিতে যখনই মন চাইবে তখনই নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তার বিরোধিতা করবেন। মনে একথা বদ্ধমূল রাখবেন, এই সাধনার দ্বারা আমার প্রকৃত মাহবুব তথা আল্লাহ তাআলার মুশাহাদা বা দর্শন নসিব হবে। এমনিতে এ ধরনের সাধনা হয় কয়েক মুহূর্তের। অথচ মুশাহাদার স্বাদ হবে চিরদিনের জন্য।

মনে রাখবেন, যবতে-নফস তথা নফসকে দমানোর নূর দ্বারা অন্তর খুব দ্রুত পরিষ্কার হয়। তাসবিহের দানাও এর সামনে কিছু নয়। [৬৭]

---

[৬৫] সূরা আলাক : ১৪

[৬৬] সূরা আনকাবুত : ৬৯

[৬৭] আবূ সুলায়মান রহ. বলেন

সাহসহারা হওয়া সমস্যার সমাধান নয়। হিম্মত ধরে রাখলে সমস্যার সমাধান হয়। সুতরাং মনের ওপর জোর খাটান। তাকে শরীয়তের লাগাম পরিয়ে দিন, যেন কেয়ামতের দিন সৌভাগ্যের মালা পরার ভাগ্য জুটে।

ছয়. আল্লাহ তাআলা বলেন

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে দিয়ে দিতে। [৬৮]

সংশোধন-প্রত্যাশী সালেক এই কল্পনা ধরে রাখবে যে, আমার চোখ আল্লাহপ্রদত্ত আমানত। এই আমানত ব্যবহার করতে হবে তাঁরই নির্দেশ অনুপাতে। বিপরীত করলে আমানতের খেয়ানতকারী হয়ে যাব।

সাধারণত নিয়ম হল, আমানতে একবার খেয়ানত করলেও তার কছে দ্বিতীয়বার আমানত রাখা হয় না। [৬৯]

এমন যেন না হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দেয়া দৃষ্টিশক্তি পরনারীর পেছনে ব্যয় করলাম, পরিণামে তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি আখেরাতে ফেরত দিবেন না। ওই দিন যদি অন্ধ হয়ে ওঠতে হয় তাহলে কী অবস্থা হবে?

পবিত্র কুরআনে এটার প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন কিছু লোককে অন্ধ করে ওঠাবেন।

তখন তারা জিজ্ঞেস করবে

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

প্রভু! আমাকে অন্ধ বানিয়ে ওঠালেন কেন? আমার তো দৃষ্টিশক্তি ছিল! [৭০]

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ خِلَافُ هَوَى النَّفْسِ

অন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করাই সর্বোত্তম আমল।– ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক : ৩৪/১২৭। [অনুবাদক]

[৬৮] সূরা নিসা : ৫৮

[৬৯] আলী রাযি. বলেন

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا. فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ

যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নেয়ামত দূর করে দেয়।– ইবনুল কাইয়িম, আদ-দা ওয়াদদাওয়া : ৭৫। [অনুবাদক]

এটা ভাবনার বিষয় যে, আমরা এমন যুগে দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়েছি যখন আল্লাহর প্রিয় বন্ধুর দর্শনলাভ করতে পারিনি। কেয়ামতের দিনও যদি অন্ধ করে ওঠানো হয় তাহলে আল্লাহর প্রিয় বন্ধুর দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত হব। আল্লাহর প্রিয়বন্ধুর নাম হল মুহাম্মাদ ﷺ ।[৭১]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দ্বিতীয়বার বঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচান।

সুতরাং দৃষ্টি-সংরক্ষণ জরুরি, যেন কেয়ামতের দিন আমানতটি দ্বিতীয়বার ফেরত পাই। নবীজী ﷺ বলেছেন

إنّ اللّٰهَ تعالى جَمِيلٌ

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর।[৭২]

এ কথাটা মাথায় রাখবেন যে, যদি আমি দুনিয়ার সুন্দরীদের প্রতি কুদৃষ্টি দেই তাহলে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার সৌন্দর্য্যের দর্শন লাভ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে দেন কিনা!

সাত. আল্লাহ তাআলা বলেছেন

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিগলিত হওয়ার সময় কি আসে নি?[৭৩]

সালেক তথা আত্মার সংশোধন-প্রত্যাশীর মন যখনই কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য ইতিউতি করবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে আয়াতটির বিষয়বস্তু

---

[৭০] সূরা ত্বহা : **১২৫**

[৭১] আলী রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূল ﷺ-কে আপনারা কেমন ভালবাসতেন? জবাবে তিনি বলেন

كَانَ وَاَللهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلادنَا، وآبائِنَا وأُمَّهَاتِنا، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ

আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের নিকট আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতৃ ও মাতৃকুল এবং প্রচন্ড তৃষ্ণার সময় ঠান্ডা পানি যেমন প্রিয়, তার চাইতেও অধিক প্রিয় ছিলেন।– আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূক্বিল মুস্তফা : ২/৫২। [অনুবাদক]

[৭২] আল-জামিউস-সাগীর : **১/২৬৩**

[৭৩] সূরা হাদীদ : **১৬**

সম্পর্কে চিন্তা করবে। তখনই নিজেকে সম্বোধন করে বলবে 'ঈমানদারের কি এখনও আল্লাহকে ভয় করার সময় হয় নি?'
প্রতিটি কুদৃষ্টির সময় আয়াতটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাবতে থাকুন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে থাকুন। এতে আল্লাহ তাআলা নিজের ভয় আপনার অন্তরে তৈরি করে দিবেন এবং কুদৃষ্টি থেকে সত্যিকারের তাওবা আপনার নসিব হবে। [৭৪]

পবিত্র হাদীসের আলোকে

প্রিয় নবীজী ﷺ দৃষ্টি সংরক্ষণের প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের চেহারার আকর্ষণ তো আছেই, এমন কি নবীজী ﷺ জীবজন্তুর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো থেকেও নিষেধ করেছেন। তিনি দৃষ্টিকে বলেছেন 'ইবলিসের একটি বিষমিশ্রিত তীর'।
হাদীস শরীফের প্রতি লক্ষ্য করলে কুদৃষ্টির চিকিৎসা সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়। যথাক্রমে
এক. নবীজী ﷺ বলেছেন, 'পরনারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর যদি তার রূপলাবণ্য তোমাকে আকর্ষিত করে তাহলে ঘরে এসে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস কর।' কারণ পরনারীটির কাছে যা আছে তোমার স্ত্রীর কাছেও তা-ই আছে। এর দ্বারা বোঝা গেল, বৈধ উপায়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার দ্বারা হারাম থেকে বাঁচা সহজ হয়। [৭৫]

---

[৭৪] বিশর হাফী রহ. বলেন

لَو تفكّرالنَّاس فِي عَظَمَة الله تعالى مَا عصوه

মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করত, তাহলে তাঁর অবাধ্য হত না।– ইবনু কুদামা, মুখতাসার মিনহাজুল কাসেদীন : ৩৭৮।
রাবেয়া বসরী রহ. বলেন

تَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ + هَذَا لَعَمْرُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ + إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করবে, আর তার মহববত যাহির করবে এটা বড় অভিনব বিষয়। যদি তোমার ভালবাসা সত্য হয়, তবে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করবে। কেননা যে যাকে ভালবাসে, অবশ্যই সে তার আনুগত্য করে।– মিরক্বাত : ৯/২৫০। [অনুবাদক]
[৭৫] ইমাম নববী রহ. বলেন

দুই. নবীজী ﷺ-এর দরবারে এক যুবক এল। বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন।

প্রিয় নবীজী ﷺ তাকে শাসালেন না; বরং স্নেহের সুরে বললেন, কেউ তোমার মায়ের সাথে ব্যভিচার করাটাকে তুমি কি পছন্দ করবে?

যুবক বলল, না।

নবীজী বললেন, তাহলে তোমার স্ত্রীর সাথে কেউ ব্যভিচার করুক– এটা কি চাও?

যুবক উত্তর দিল, না।

নবীজী বললেন, তাহলে তোমার বোনের সাথে ব্যভিচার করা হোক– এটা কি চাও?

যুবক এবারও উত্তর দিল, না।

এবার নবীজী বললেন, তবে তো তোমার মেয়ের সাথে এমনটি হোক– এটা কামনা কর কি?

যুবক এবারও উত্তর দিল, না।

যুবকের উত্তরগুলো শুনে এবার প্রিয় নবী বললেন, যার সাথে ব্যভিচার করার জন্য তুমি এতটা আগ্রহী সে তো নিশ্চয় কারো মা কিংবা স্ত্রী কিংবা বোন কিংবা মেয়ে হবে। যেমনিভাবে তোমার এসব মাহরাম-নারীর সাথে ব্যভিচার হওয়াটা তোমার জন্য অসহনীয়, অনুরূপভাবে অপর লোকটিও তো তার নিকটাত্মীয় নারীর সাথে এমনটি হওয়াটা কোনোভাবেই কামনা করে না।

এ বলে প্রিয় নবী ﷺ তাঁর পবিত্র হাত যুবকটির বুকে রেখে তার জন্য পবিত্রতা ও সম্ভ্রমবোধ সংরক্ষণের দোয়া করলেন।

الْجِمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافَ الزَّوْجَةِ،

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসও ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে, যদি স্ত্রীর অধিকার আদায়ের নিয়ত করা হয়, আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় স্ত্রীর সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে মেলামেশা করা হয়, নেক সন্তান কামনা করা হয় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চরিত্রের হেফাযতের জন্য এটা করা হয়।– শারহুন নববী আলা মুসলিম : ৭/৯২ [অনুবাদক]

এ যুবক সাহাবী বলেন, এরপর থেকে আমার বুক থেকে ব্যভিচারের কামনা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল এবং অন্যান্য গুনাহের চেয়েও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি আরো অনেক বেশি হল। [৭৬]

এর দ্বারা বোঝা গেল, সালেক একথা ভাববে– যেমনিভাবে আমার নিকটতম কোনো নারীর প্রতি পরপুরুষের লোভাতুর শয়তানি-দৃষ্টি আমার কাছে বিরক্তিকর ও আপত্তিজনক মনে হয়, তেমনিভাবে অন্যরাও এটা মোটেও পছন্দ করে না যে আমি তাদের নিকটতম কোনো নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাই।
এরূপ ভাবনার দ্বারা অন্তর স্থির ও শান্ত হয়ে যাবে। কুদৃষ্টির তাড়না নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

তাছাড়া কোনো কামেল শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে তাঁর কাছে রোগটির কথা খুলে বলুন এবং দুআ ও তাওয়াজ্জুহ কামনা করুন। পীর-মাশায়েখ নবীদের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁদের তাওয়াজ্জুহ দ্বারা অন্তরের অন্ধকার দূর হয়। তখন মানুষ প্রবৃত্তির নীচুতা থেকে বের হয়ে আধ্যাত্মিকতার সুউচ্চ স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তাঁদের সান্নিধ্য ওষুধ এবং তাঁদের দৃষ্টি চিকিৎসা হয়ে থাকে।

সালাফ তথা পূর্বসূরী বুযুর্গদের বাণীর আলোকে

পীর-মাশায়েখ তাঁদের ভক্ত-মুরিদদেরকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশে বিভিন্ন উপায় বলে দিয়েছেন। মৌলিকভাবে সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. কল্পনা পাল্টানো

যখনই নফস-প্রবৃত্তি পরনারীকে দেখার ইচ্ছা করবে তখনই সালেক তথা আত্মশুদ্ধি-প্রয়াসী ব্যক্তির উচিত নিজের কল্পনা পরনারী থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করা। ইচ্ছা করে যদি অন্য কল্পনা ঢুকানো যায় তাহলে পরনারীর চিন্তা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হল

---

[৭৬] মুসনাদে আহমাদ : ২১৭০৮

ক. ইমাম গাযালী রহ. বলেন, হে প্রিয়! জেনে রেখো, কোনো পরনারী তোমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শয়তান কামনা করে যে, তুমি তার প্রতি দৃষ্টি দিবে। একটু দেখে নিবে যে, নারীটি কেমন। এরূপ পরিস্থিতিতে শয়তানের সাথে বিতর্ক জুড়ে দাও যে, আমি কেন দেখব? নারীটি যদি কুশ্রী হয় তাহলে আমি তো স্বাদহীন গুনাহে লিপ্ত হব। আর সুন্দরী হলে গুনাহ তো হবে, পাশাপাশি এই আফসোসও অন্তরে জন্ম নিবে যে, আহ! তাকে যদি আমি পেতাম! কিন্তু সকল নারীকে তো পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্তরকে আফসোসের মধ্যে ফেলে দেয়ার মাঝে কী ফায়দা! এভাবে বিতর্ক করলে অন্তরই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিবে যে, দেখব না। গুনাহ করব না। মনকে আফসোসেও ফেলব না। মনের স্বস্তি দূর করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

খ. হযরতের আকদাস থানবী রহ. বলতেন, কোনো সুন্দরী নারীর প্রতি আকর্ষণ হলে সঙ্গে সঙ্গে কোনো কুশ্রী-ব্যক্তির কল্পনা করুন। এমন ব্যক্তির কল্পনা করুন যার রঙ কালো, চেহারায় দাগ, চোখ অন্ধ, চুল এলোমেলো, দাঁতালো চোয়াল, ঠোঁট মোটা, নাক থেকে পানি বেয়ে ঠোঁট অবধি পৌঁছেছে- যেখানে মাছি বসে আছে।

এভাবে কল্পনা করলে রুচিতে এক প্রকার ঘেন্না সৃষ্টি করে, যা আপনার অন্তর থেকে সুন্দরীর প্রতি আকর্ষণকে নষ্ট করে দিবে।

কখনও কখনও ভাবুন, কল্পিত সুন্দরীটি মারা গেলে তাকে কবরে রাখা হবে। তার দেহ গলে মাটির সাথে মিশে যাবে। পোকামাকড় দেহটাকে খেয়ে ফেলবে। দুর্গন্ধ বের হবে। সুতরাং একে দেখে নিজের মালিককে অসন্তুষ্ট করব কেন?

গ. জনৈক বুযুর্গ বলেন, কোনো সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হলে সাথে সাথে তার বৃদ্ধবেলার কথা কল্পনা করুন। কোমর কুঁজো হয়ে যাবে। হাড্ডিসার দেহ হয়ে যাবে। দৃষ্টিশক্তি তার একেবারে দুর্বল হয়ে পড়বে। কানে শুনতে পাবে না। মুখে দাঁত থাকবে না, পেটে আঁত থাকবে না। বসলে পেশাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। চোয়াল ভেতরে ঢুকে যাবে। সুতরাং একে দেখে আমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করব কেন?

ঘ. জনৈক বুযুর্গ বলতেন, কোনো সুন্দরীকে দেখতে মন চাইলে সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করুন, আমার শায়খ আমাকে দেখছেন। তাহলে মন আন্দোলিত হবে। দৃষ্টি সরে যাবে।
তারপর ভাবুন, আমার শায়খ আমার এ কাজটি দেখে কত না অসন্তুষ্ট হবেন! অথচ আল্লাহ তাআলা বাস্তবেই দেখছেন। সুতরাং তিনি কী পরিমাণ অসন্তুষ্ট হবেন। এভাবে ভাবতে পারলে কুদৃষ্টি থেকে তাওবা নসিব হবে।[৭৭]

দুই. নিজেকে সাজা দিন

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, নিজেই নিজের জন্য সাজা নির্ধারণ করা যে, কুদৃষ্টি হয়ে গেলে আমি নিজেকে এই শাস্তি দিব। যেহেতু কুদৃষ্টির মজার চাইতে সাজার কষ্টটা বেশি হবে তাই ধীরে ধীরে কুদৃষ্টির অভ্যাস থেকে ফিরে আসা সহজ হয়ে যাবে।

ক. হযরত আকদাস থানবী রহ. বলতেন, কুদৃষ্টির গুনাহের জন্য বিশ রাকাত নফল পড়ার সাজা ঠিক করে নাও। এতে নফস এক দু'দিনেই চিৎকার দিয়ে ওঠবে এবং কুদৃষ্টি থেকে ফিরে আসবে। শয়তানও বলবে, লোকটি তো দেখি একটি কুদৃষ্টির পরিবর্তে বিশটি সিজদা করছে। এমন যেন না হয় এর গুনাহগুলো নেকি দ্বারা পাল্টে দেয়া হবে। তখন তো আমার সারাজীবনের চেষ্টা বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং একে কুদৃষ্টির কুমন্ত্রণা দেয়া যাবে না।

---

[৭৭] হাদীস শরিফে রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাই বলেন

وَأَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلاً صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ

আল্লাহকে লজ্জা কর, যেমন তুমি তোমার কওমের নেক মানুষকে লজ্জা করে থাকো।– বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান : ৭৭৩৮।

আল্লাহর এক আরেফ কত চমৎকার করে বলেন

فَاستَحْيِ مِن نَظرِ الإِلَهِ وَقُل لَـهَا

إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَـرَانِـي

লজ্জা কর রবের দৃষ্টিকে। নফসকে বল, যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে দেখেন। [অনুবাদক]

খ. জনৈক বুযুর্গ বলতেন, যে লোকটি ভোজন-প্রিয় তার উচিত তিন দিনের রোযার সাজা নির্ধারণ করা। যখন ক্ষুৎ-পিপাসায় থাকবে তখন রিপুর সব তাড়না নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

গ. জনৈক বুযুর্গ বলতেন, কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি গরিব হয় তাহলে সে নিজের ওপর কিছু সদকা নির্ধারণ করে নেয়ার শাস্তি আরোপ করবে। যখন নিজের প্রয়োজনকে কুরবানি দিয়ে সদকা করার প্রয়োজন পড়বে তখন সব ঘোর এমনিতে কেটে যাবে।

ঘ. জনৈক বুযুর্গ বলতেন, মনে কুদৃষ্টির তাড়না তৈরি হলে নির্জনে কাপড় পেঁচিয়ে তৈরি করা চাবুক দিয়ে নিজের পেটে কয়েকটি আঘাত করুন। তারপর ভাবুন, যখন কেয়ামতের দিন ফেরেশতারা চাবুক মারবে তখন কী অবস্থা হবে?
এ পদ্ধতিতে কয়েকদিনের মধ্যেই কুদৃষ্টির অভ্যাস খতম হয়ে যাবে।

অধমের অতিরিক্ত কিছু পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র

নিচে কয়েকটি ব্যবস্থাপত্র উল্লেখ করা হল। এগুলোর দ্বারা অধম ও সংশ্লিষ্টরা অনেক উপকৃত হয়েছে। পাঠকরাও এগুলো অন্তরে গেঁথে নিতে পারলে উপকৃত হবেন- ইনশাআল্লাহ।

এক. কুদৃষ্টির পরিবেশ থেকে বাঁচুন

এটাই সবচেয়ে বড় সতর্কতা যে, যে-সব পরিবেশে কুদৃষ্টি হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকুন।[৭৮] যেমন–
- বিয়ে-শাদির অবাধ অনুষ্ঠানগুলোতে মোটেও যাবেন না। কোথাও যাওয়ার দু'টি পথ থাকলে ওই পথ বেছে নিন যেখানে কুদৃষ্টির আশঙ্কা কম থাকে।

---

[৭৮] হাসান বসরী রহ. বলেন

مَا زَالَتِ التَّقْوَى بِالْمُتَّقِينَ حَتَّى تَرَكُوا كَثِيرًا مِنَ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الْحَرَامِ

মুত্তাকিদের তাকওয়া ততক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেশ কিছু হালাল ত্যাগ করবে হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে।–জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/২১৭। [অনুবাদক]

- কারো দরজার কড়া নেড়ে সরাসরি না দাঁড়িয়ে একপাশে দাঁড়ান। এমন যেন না হয় যে, কোনো বালিকা দরজা খুলে দিল আর পর্দার লঙ্ঘন হয়ে গেল।
- বিমান ইত্যাদির টিকেট কাটার সময় ওই কাউন্টারে যান যেখানে পুরুষ আছে, যেন মহিলার সাথে কথা বলতে না হয়।
- গাড়িতে চলার সময় আশপাশের গাড়িগুলোর প্রতি তাকাবেন না। হতে পারে কোনো নারীর ওপর কুদৃষ্টি পড়ে যাবে।
- নিজের বাসায় ঢোকার সময় গলা খাঁকারি দিয়ে বা আওয়াজ করে ঢুকুন। যাতে পরনারী থাকলে সে পর্দা করতে পারে।
- ট্রেন বা বিমান সফরে নিজের প্রিয় কোনো বই সঙ্গে রাখুন এবং তা পড়ে সময় কাটাবেন। ক্লান্তি আসলে শুয়ে পড়ুন। ঘুম না আসলে মুরাকাবার নিয়তে বসে থাকুন। চোখ খুললে ভ্রমণকারী-নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা আছে।
- রাস্তায় চলার সময় এমনভাবে দৃষ্টিকে অবনত করে রাখুন, যাতে পায়ের আওয়াজে অনুমান করতে পারেন নারী না পুরুষ।
- সবসময় মনে রাখুন, নারীরা আমাদের সাথে পর্দা করবে না, আমাদেরকেই তাদের সঙ্গে পর্দা করতে হবে। [৭৯]
- তাওয়াফকালীন দৃষ্টি পায়ের দিকে রাখুন। দৃষ্টি মোটেও ওঠাবেন না।
- বিনোদনকেন্দ্রে প্রথমত যাবেন না, একান্তই যদি যেতে হয় তাহলে এমন দিন বেছে নিন যেদিন লোকজন থাকে না বললেই চলে।
- যদি কোনো অফিস বা বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে, সেখানে যদি টিভি চলে কিংবা নারীর ছবি-সম্বলিত সাইনবোর্ড থাকে, তাহলে ইচ্ছা করেই এসবের দিকে পিঠ দিয়ে বসুন।
- সড়কের পাশের সিনেমার পোস্টার বা বিজ্ঞাপনের দিকে তাকাবেন না।
- মোটরসাইকেল কিংবা গাড়ি চালানোর সময় রিকশা ইত্যাদি সামনে পড়লে সেখানে বসে থাকা নারীর প্রতি দৃষ্টি যেতে দিবেন না।

---

[৭৯] এক ব্যক্তি যখন হাসান বসরী রহ.-কে বলল, অনারব নারীরা তাদের বক্ষ ও মাথাকে খোলা রাখে, তখন তিনি বললেন اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ। তোমার চোখ ফিরিয়ে রেখো।– সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ ৭৯/২। [অনুবাদক]

- যে-সব সড়কে কিংবা গলিতে মেয়েদের স্কুল-কলেজ আছে সেগুলো এড়িয়ে চলা ভালো।

- বিধর্মীরাষ্ট্রে সফর করার প্রয়োজন পড়লে উত্তম হল, কারো চেহারা না দেখা। কারণ, প্রথমত যদি গ্রীস্মকাল হয় তখন তারা অর্ধনগ্ন থাকে। আর শীতকালে পোশাক দ্বারা দেহ ঢাকলেও নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হয়। সবাইকে এক টাইপের মনে হয়। নারীরাও শাট-কোর্ট-টাই পরে। পুরুষের মত চুল কাটে। এই মসিবতের সামাধান এটাই যে, দৃষ্টি অবনত রাখুন এবং নিজের ঈমান বাঁচান। [৮০]

আল্লাহ তাআলার কাছে বিনীত প্রার্থনা করুন। কবির ভাষায়

غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا
کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا
میں امتحان کے قابل نہیں مرے مولی
مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

বিষণ্নজীবনের ছায়ায় আমাকে বেষ্টিত করবেন না।
গরিবকে অন্তরের গরিব করবেন না।
মাওলা আমার! আমি পরীক্ষার যোগ্য নই,
আমাকে গুনাহ করার সুযোগ দিবেন না।

দুই. স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখুন

নিজের স্ত্রীর সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখুন। তার সব বিষয়েয় প্রতি লক্ষ্য রাখুন। ঘরের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভালোবাসা-মোহিত ঘনিষ্ঠতা ধরে রাখতে পারলে মুচকি হেসে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানালে স্বামীর চিন্তা পরনারীর প্রতি যায় না।

---

[৮০] হাস্‌সান ইবন আবু সিনান রাহ. ঈদের নামাযে বের হলেন। নামায থেকে ফিরে এলে তার স্ত্রী দৃষ্টির গুনাহ থেকে বেঁচেছেন কি না জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন

مَا نَظَرتُ إِلّا فِي إِبهَامِي مُنذُ خَرَجتُ حَتى رَجَعتُ إِليكِ

কী বলছ! ঘর হতে বের হওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত দৃষ্টি কেবল পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি নিবদ্ধ ছিল।–হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/১১। [অনুবাদক]

একটু ভেবে দেখুন, যদি স্বামী-স্ত্রীর প্রতিদিনের সম্পর্কটা বিরক্তিমাখা ঝগড়াপূর্ণ হয়, মন খারাপ করে স্বামী নাস্তা ছাড়া অফিসে চলে যায়, আর সেখানে পর্দাহীনা কোনো সহকর্মী হাসির আভা ছড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, স্যার! কেমন আছেন আপনি! তখন এই নারীর এই হাসিটা দাম্পত্য-জীবনের জন্য বিষের ভূমিকা পালন করে। এভাবেই সংসারে ভাঙ্গন ধরে। ঘরে যখন সুন্দরী স্ত্রী ঝগড়াটে হয় তখন বাইরের কুশ্রী নারীও 'জান্নাতের হূর' মনে হয়।
এজন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চেষ্টা থাকা উচিত, সংসারে যেন প্রেম-ভালোবাসার পরিবেশ থাকে। তখন বাইরের প্রতিকূলতা থেকে নিরাপদ থাকা সহজ হবে।
সাধারণত কুদৃষ্টির শিকার হন তারাই যাদের স্ত্রী নেই কিংবা স্ত্রী থাকলেও জৈবিক-চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে স্ত্রী পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। পবিত্র কুরআনে স্ত্রীর 'উদ্দেশ্য' বলা হয়েছে

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

যাতে তাদের কাছে স্বস্তি লাভ কর।[৮১]

যে-স্ত্রীর কাছে স্বামী অস্বস্তিতে থাকে, সে স্ত্রী আল্লাহর কাছে কী জবাব দিবে?[৮২]

এখনকার যুবকেরা যে উদ্দীপনা নিয়ে টেলিভিশন দেখে অনুরূপ আগ্রহ নিয়ে যদি নিজের স্ত্রীকে দেখত তাহলে তাকে জান্নাতের হূর মনে হত।

প্রসিদ্ধ আছে, ভালোবাসার আতিশয্যের কারণে জুলায়খা প্রতিটি জিনিসের নাম রেখেছিলেন 'ইউসুফ'। তার কাছে ইউসুফ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কিছু চোখে ভাসত না। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এরূপ অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকলে স্বামীর দৃষ্টি পরনারীর প্রতি যাবে না।

---

[৮১] সূরা রূম : **২১**

[৮২] আবূ সুলাইমান আদ-দারানী রহ. বলেন

الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرغك للآخر

নেককার স্ত্রী শুধু দুনিয়াতে নয়; বরং তোমাকে আখেরাতের দিকেও পুরোপুরি নিয়োজিত করে তোলে। – ইহয়াউ উলূমিদ্দীন : **২/৩১** [অনুবাদক]

তিন. নিজেকে নির্লোভ করে নিন

সালেক নিজের অন্তরে এ কল্পনা বারবার বদ্ধমূল করে নিবে যে, আমি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না। পরনারীর প্রতি উত্থিত প্রতিটি দৃষ্টি আমাকে আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি বিরত রাখার প্রতিটি দৃষ্টি আমাকে আমার প্রেমাস্পদের সাথে ঘনিষ্ঠ করে তুলবে। সুতরাং আমি আল্লাহর ঘনিষ্ঠতার পথকে নিজের জন্য বেছে নিলাম। তাঁর ভালোবাসায় আমি পরনারীকে দেখা থেকে তাওবা করে নিলাম। এবার যে-কোনো পর্দাহীন নারী আমার সামনে আসলে তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। সে কালো কিংবা সুন্দরী, মোটা কিংবা চিকন, হূর কিংবা ডাইনি– যাই হোক না কেন; আমার জন্য নয়। সে অন্যের জন্য। তার দ্বারা যেহেতু আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবার নয়, সুতরাং তার প্রতি তাকিয়ে লাভ কী?

বাজার-গলি দিয়ে চলার সময় নফস যখন পরনারীর প্রতি তাকানোর জন্য ইতিউতি করবে তখনই এই কল্পনার পুনরাবৃত্তি করবে যে, এর প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।

আপনার অভিজ্ঞতা হয়ত আছে যে, বাসে কিংবা স্টেশনে যদি আপনার পাশের চেয়ারে কোনো পুরুষ বসে তাহলে আপনার অনুভূতিকে আন্দোলিত করে না। কিন্তু যদি কোনো নারী বসে তাহলে বিচিত্র ভাবনা আপনাকে আন্দোলিত করে। এর কারণ হল, নফসের মধ্যে লোভ থাকে। ওই নারীটি যদি বৃদ্ধা হয় তাহলে তার সম্পর্কেও আপনার মাঝে কোনো ভাবনা আসবে না। এটা এ কথারই প্রমাণ যে, নফস বা প্রবৃত্তির মাঝে নষ্টামিও আছে।

সুতরাং এই লোভ ও নষ্টামি থেকে নফসকে ইচ্ছাকৃতভাবে বের করার চেষ্টা করতে হবে।

রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদ নামাযের পর মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, হে মালিক! আমাকে পরনারী থেকে নির্লোভ করে দিন। হে ওই সত্তা! যার আঙ্গুলের মাঝে মানুষের অন্তর, আমার অন্তর থেকে পরনারীর আকর্ষণ দূর করে দিন। যাতে আমার কাছে পরনারী ও দেয়ালের মাঝে কোনো

পার্থক্য না থাকে। এভাবে করতে পারলে কয়েকদিনের মধ্যে ফল পাবে। পরীক্ষা করে দেখুন। [৮৩]

চার. হূরদের সৌন্দর্য্যের কল্পনা করুন

নফস-প্রবৃত্তি যদি পরনারী দেখতে চায় তাহলে সালেক তথা সংশোধন-প্রত্যাশী ব্যক্তি মনে মনে হূরের সৌন্দর্য নিয়ে কল্পনা করবে। যেমন

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

তাবুতে উপবিষ্ট হূরসমূহ। [৮৪]

قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ

আনত নয়না

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهم ولا جانٌّ

যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ কিংবা জিন স্পর্শ করে নি। [৮৫]

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

ইয়াকুত (পদ্মরাগ) ও মারজান (প্রবাল) মোতির মত। [৮৬]

أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র স্ত্রীরা। [৮৭]

হূরদের এসব গুণের বিপরীতে পরনারী সম্পর্কে ভাবুন, কখনও হায়েযের রক্ত, কখনও সন্তান জন্ম দেয়ার রক্ত ঝরে। প্রতিদিন কয়েকবার পেশাব-পায়খানার ময়লা পেট থেকে বের হয়। নাক থেকে ময়লা ঝাড়ে। মুখ থেকে কফ-থুথু বের হয়। বগল থেকে ঘামের গন্ধ বের হয়। মাথায় উকুন পড়ে থাকে। কয়েক দিন গোসল না করলে শরীর থেকে উৎকট গন্ধ ছড়ায়।

---

[৮৩] ইবনু তায়মিয়াহ রহ. বলেন

الْقُلُوبُ الصَّادِقَةُ وَالأَدْعِيَةُ الصَّالِحَةُ هِيَ الْعَسْكَرُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ

সত্যবাদী আত্মা এবং মানুষের উত্তম দোয়া এমন সেনাবাহিনী, যা কখনই পরাজিত হয় না।– মাজমূ' ফাতাওয়া : ২৮/৬৪৪। [অনুবাদক]

[৮৪] সূরা আররাহমান : ৭২

[৮৫] সূরা আররাহমান : ৫৬

[৮৬] সূরা আররাহমান : ৫৮

[৮৭] সূরা বাকারা : ২৫

মেসওয়াক না করলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। অসুস্থ হলে কয়েক দিনের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ে। বৃদ্ধ হলে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। মুখে দাঁত থাকবে না। পেটে আঁত থাকবে না। কোমর বাঁকিয়ে চলাফেরা করবে। কথা স্পষ্ট বলতে পারবে না। গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার না করলে জঙ্গলসদৃশ হয়ে যাবে। সবসময় পেটে পেশাব-পায়খানার ময়লা নিয়ে চলে।

এমন নারীর প্রতি তাকিয়ে কি আমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করব? জান্নাতের হূর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হব? সেই হূর থেকে যারা সব সময় কুমারী থাকবে। মোতির মত বিভা ছড়াবে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ সুগন্ধি দ্বারা মোহিত করবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে। পানিতে থুথু ফেললে পানি সুমিষ্ট হয়ে যাবে। আঙ্গুল বের করলে সূর্য্যের আলোর মত ঝলমলিয়ে ওঠবে। মৃতের মাঝেও প্রাণ চলে আসবে। যাকে কেউ স্পর্শ করেনি। যার অন্তস্থল থেকে উতলে ওঠা ভালোবাসা মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অসুস্থ হবেনা। লাবণ্যহারা হবেনা।

এরূপ গুণবতী বিশ্বস্ত রূপপ্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ স্ত্রীকে পরনারীর প্রতি একটুখানি তাকানোর কারণে হারাবো– এটা কোন ধরনের বুদ্ধিমানের কাজ?

সুতরাং দুনিয়াতে আমার জন্য আছে হালাল স্ত্রী। আখেরাতে আছে মুগ্ধতা-ছড়ানো হূর। মার্কেটে ঘুরঘুরকারী মহিলাদের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। এদের থেকে আমার দৃষ্টিকে সংরক্ষণ করব। মালিককে সন্তুষ্ট করব। হূরের অধিকারী হব।

পাঁচ. আল্লাহর দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা ভাবুন

হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে জান্নাতিরা জান্নাতে আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবে। কেউ একবার দর্শন লাভ করবে। কেউ প্রতি বছর একবার, কেউ প্রতি মাসে একবার, কেউ প্রতি শুক্রবারে একবার, কেউ প্রতিদিন একবার দর্শন লাভ করার অকল্পনীয় সুযোগ পাবেন।

যে-লোকটি দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন, যাপিত জীবনে সৎ ও আল্লাহভীরু ছিলেন এবং সবর ও শোকরের সাথে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সুমহান সৌভাগ্য হবে প্রতিটি মুহূর্তে তিনি আল্লাহকে দেখে বিমোহিত হবেন। আল্লাহ বলবেন, এতো আমার ওই বান্দা, যে দুনিয়াতে কাউকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে নি। এখন সে যখন ইচ্ছা করবে, আমার নূরানী চেহারা দেখতে পারবে।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে নিজের দৃষ্টিকে যে দুনিয়াতে সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি বিরত রাখা দৃষ্টির বিনিময়ে একবার করে নিজের দর্শন দিয়ে ধন্য করবেন।

সালেকের উচিত বিষয়টি নিয়ে মোরাকাবা করা এবং মনকে বুঝানো যে, কয়েক মুহূর্তের কুদৃষ্টির কারণে আল্লাহর সুমহান দর্শন থেকে বঞ্চিত হব কেন? [৮৮]

ছয়. নিজের মা-মেয়ের কল্পনা করুন

নফস যদি পরনারীকে দেখার জন্য লালসা করে তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মা-মেয়ের কল্পনা করুন। এ সম্পর্ক দু'টি এতই পবিত্র যে, প্রবৃত্তির তাড়না এমনভাবে মিটে যায় যেমনভাবে আগুনে পানি দিলে আগুন নিভে যায়। তবে এই আমল শালীনতা-বোধসম্পন্ন শরীয়ত দ্বারা সমৃদ্ধ লোকদের জন্য অধিক উপকারী।

সাত. চোখে শলাকা পড়ার কথা ভাবুন

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কুদৃষ্টিকারী যখন জাহান্নামে যাবে তখন ফেরেশতারা তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দিবে। কোনো কোনো কিতাবে লেখা হয়েছে, লোহার শলাকা গরম করে তার চোখে ঢুকিয়ে দেয়া হবে।

সালেকের নফস কুদৃষ্টির প্রতি যখন তাড়িত করবে তখন কল্পনা করুন, ক্ষণিকের মজার কারণে উত্তপ্ত শলাকা আমার চোখে বিদ্ধ করা হলে তখন আমার কী অবস্থা হবে! কয়েকদিন নিয়মিত এ কল্পনা করলে নফসের নষ্টামি দূর হয়ে যাবে।

---

[৮৮] কিছু লোক আ'উন ইবন আব্দুল্লাহ রহ.-কে জিজ্ঞেস করল

مَا أَنْفَعُ أَيَّامِ الْمُؤْمِنِ لَهُ ؟

মুমিনের জন্য সবচেয়ে লাভজনক দিন কোনটি?
তিনি উত্তর দিলেন

يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ فَيُعْلِمُهُ أَنَّهُ رَاضٍ

সে-ই দিন যে দিন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিবেন যে, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট।– ইবনু আবিদ্দুনয়া, ক্বাসরুল আমল : ৮৪। [অনুবাদক]

আট. নিয়মের কথা ভাবুন

যে-সব লোকের কুদৃষ্টির অভ্যাস পুরনো এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় কাজ হয় না, তাদের উচিত হল, নিজেকে বুঝানো যে, আল্লাহর একটা নিয়ম আছে। কেউ যখন কোনো গুনাহের কাজ শুরু করে তখন আল্লাহ তার সঙ্গে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আচরণ করেন।

এতেও যদি বান্দা পিছু না হটে তাহলে তার সঙ্গে তিনি কিছু দিন যাবত দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার আচরণ করতে থাকেন।

এরপরেও ফিরে না আসলে আল্লাহ তাকে সাজা দেয়ার ইচ্ছা করেন।

আর যে দুর্ভাগার ব্যাপারে তিনি শাস্তির ইচ্ছে করেন তাকে তিনি নাচিয়ে ছাড়েন। তখন তাকে ঘরে বসিয়ে রেখে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন। এমন কি অন্যের জন্য ওই শাস্তিকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেন। সুতরাং এভাবে ভাবুন, আমি অনেক দিন থেকে কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত। এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা দোষ গোপন করে রাখার আচরণ করছেন। যদি শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করে ফেলেন তাহলে আমার দীন-দুনিয়া উভয়টাই যাবে। আমার কিছু থাকবে না। [৮৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তার সম্মানদাতা কেউ নেই। [৯০]

আয়াতটি নিয়ে ভাবলে কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়া যায়।

---

[৮৯] আয়শা রাযি. বলেন

إِنّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ عَدّ حَامِدَهُ مِنَ النّاسِ ذَامًّا

বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে তখন আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার প্রশংসাকারীকে নিন্দাকারী বানিয়ে দেন।– সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৭৭

আবুদ্দারদা রাযি. বলেন

إِنّ الْعَبْدَ يَخْلُو بِمَعَاصِي اللهِ فَيُلْقِي اللّهُ بُغْضَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ

বান্দা গোপনে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে। ফলে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে তার ব্যাপারে এমনভাবে ঘৃণা তৈরি করে দেন যে, সে টেরও পায় না।– ইবনুল কাইয়িম, আদ-দা ওয়াদদাওয়া : ১/৫২। [অনুবাদক]

[৯০] সূরা হজ্ব : ১৮

নয়. নিজের নফসের সাথে বিতর্ক করুন

যখন নফস কুদৃষ্টি দেয়ার চেষ্টা করবে তখন তার সাথে বিতর্ক করুন যে, হে নফস! তোমার নাম এত উঁচু অথচ তোমার কর্মকান্ড কত নিচু। তুমি সৃষ্টিকুলের চোখে আল্লাহর বন্ধু, কিন্তু কাজ কর তাঁর দুশমনের মত।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঈমানদার অথচ ভেতরে-ভেতরে পাক্কা গুনাহগার। লেবাসে-সূরতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', লোকচক্ষুর আড়ালে 'প্রতিমা-প্রতিমা।' মানুষের সামনে আল্লাহর বান্দা, অন্দরমহলে শয়তানের গোলাম।[৯১]

তোমার যবান আল্লাহর তলবগার, তোমার চোখে পরনারীর পেয়ার। তুমি সকলের কাছে সাধাসিধে সূফী-বেচারা কিন্তু স্রষ্টার দৃষ্টিতে ক্ষমাযোগ্য বেচারা।

তোমার উপরটা সুন্নাত-সমৃদ্ধ, অথচ ভেতরটা যৌন-তাতাড়িত। মাখলুকের কাছে তোমার স্বভাব-চরিত্র গোপন, কিন্তু স্রষ্টার কাছে তো সবই দৃশ্যমান। দৃশ্যত তুমি জান্নাত প্রত্যাশী, বাস্তবে তুমি জাহান্নাম খরিদকারী।

তোমার জন্য এই লোকসানের ব্যবসা থেকে ফিরে আসাটাই শ্রেয়। ছাড়ো এ ক্ষতির ব্যবসা। আল্লাহ তোমার জন্য তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন।

হতে পারে এটাই তোমার জন্য সুযোগ লুফে নেয়ার আখেরি দিন। পরে আক্ষেপ অনুশোচনার মাঝে কোনো ফায়দা নেই।[৯২]

---

[৯১] ইবনুল আরাবী রহ. বলেন

أَخْسَرُ الْخَاسِرِينَ مَنْ أَبْدَى لِلنَّاسِ صَالِحَ أَعْمَالِهِ، وَبَارَزَ بِالْقَبِيحِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ওই ব্যক্তি যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে। কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহ-রগের চেয়েও অধিক নিকটে তাঁর সামনে গুনাহ করে।–তাবাকাতুল আউলিয়া : ১/৭৭। [অনুবাদক]

[৯২] ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায রহ. বলেন

مِنْ أَعْظَمِ الِاغْتِرَارِ عِنْدِي التمادي في الذنوب مع رَجَاءِ الْعَفْوِ مِنْ غَيْرِ نَدَامَةٍ وَتَوَقُّعُ الْقُرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ طَاعَةٍ وَانْتِظَارُ زَرْعِ الْجَنَّةِ بِبَذْرِ النَّارِ وَطَلَبُ دَارِ الْمُطِيعِينَ بِالْمَعَاصِي وَانْتِظَارُ الْجَزَاءِ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَالتَّمَنِّي عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْإِفْرَاطِ

আমার কাছে সবচেয়ে বড় ধোঁকার জিনিস হল

১. ক্ষমা পাওয়ার আশায় গুনাহের চরমে পৌঁছে যাওয়া; লজ্জিত না হওয়া।

اب پچھتائے کیا ہوت

جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

এখন আফসোস করে কী হবে!

চড়ুইরা তো ক্ষেত বিরাণ করে দিয়েছে।

কয়েকবার নিজের নফসের সাথে এভাবে বিতর্ক করলে কুদৃষ্টির ব্যাপারে তার দাপানি যথেষ্ট কমে আসবে। [৯৩]

---

২. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য না করে তার নৈকট্য লাভের আশা করা।
৩. জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ফসল আশা করা।
৪. গুনাহ করেও ইবাদতকারীদের সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশা করা।
৫. আমল করা ছাড়াই বিনিময় পাওয়ার কামনা করা।
৬. গুনাহ-য় লিপ্ত থেকেও আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের আশাবাদী হওয়া।

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا

إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى اليبس

তুমি নাজাতের পথ না ধরে নাজাতের আশা করে বসে আছ! অথচ পাথুরে জমিনে কক্ষনো নৌকা চলতে পারে না।– ইহইয়ায়ু উলুমিদ্দীন : ৪/১৪৪। [অনুবাদক]

[৯৩] হাসান বসরী রহ. বলেন

إن المؤمن، والله، ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته؛ يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه

আল্লাহর কসম! তুমি মুমিনকে সর্বাবস্থায় নিজের মনকে তিরস্কার করতে দেখতে পাবে। তার সব কাজেই সে কিছু না কিছু ত্রুটি খুঁজে পায়। তাই কেন এ ত্রুটি হল তা ভেবে সে লজ্জিত ও অনুশোচিত হয় এবং মনকে সে জন্য তিরস্কার করে। পক্ষান্তরে পাপাচারী দুষ্কৃতিকারী অসংকোচে অন্যায়-অপকর্ম করে, তা নিয়ে মনকে সে কদাচিৎই ভৎর্সনা করে।–ইগাসাতুল লাহফান : ১/৭৭।

মাইমূন ইবনু মিহরান রহ. বলেন

لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ مُحَاسَبَةَ شَرِيكِهِ، وَحَتَّى يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَكْسَبُهُ

মানুষ কখনও মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার শরীক থেকে কঠিন হৃদয় হয়ে হিসাব নেওয়ার মতো করে নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করবে। এমনকি কোত্থেকে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয় ও আয়-রোযগার হচ্ছে তাও সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।– মুহাসাবাতুন নাফ্স : ২৫। [অনুবাদক]

দশ. আল্লাহর সান্নিধ্যের মুরাকাবা করুন

কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সালেক তথা আত্মশুদ্ধি-প্রত্যাশী আল্লাহর সান্নিধ্যের অনুভূতি অন্তরে তৈরি করার উদ্দেশে প্রত্যেক নামাযের পর কিছু সময়ের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করবেন।

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

তোমরা যেখানেই তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।[৯৪]

এরপর নিজের নফসকে বুঝাবেন যে, দেখো, তুমি আল্লাহর দৃষ্টি থেকে কোনোভাবেই ভাগতে পারবে না। তুমি যখন পরনারীর প্রতি তাকাও তখনও তোমার প্রভু তোমাকে দেখেন। এটা তো তার মহান ধৈর্য্যের পরিচয় যে, তিনি তোমাকে পাকড়াও করেন না। কিন্তু তুমি যদি এভাবে চলতে থাক তবে তিনি কতকাল ধৈর্য ধরবেন। এই দৃষ্টি তোমার জন্য রূহানী মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যদি তুমি পরনারীকে কুদৃষ্টিতে দেখ তাহলে তোমার আপন-নারীদের প্রতি অন্য পুরুষরা কুদৃষ্টিতে দেখবে।

جیسے کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ

جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ

যেমন কর্ম তেমন ফল, না মানলে করে দেখ।

জান্নাত আছে জাহান্নামও আছে, না মানলে মরে দেখ।

উক্ত মুরাকাবা করলে আল্লাহ তাআলার রহমত তোমার সঙ্গী হবে এবং কুদৃষ্টি থেকে তাওবা করার খোশ নসিব হবে। ইনশাআল্লাহ।[৯৫]

---

[৯৪] সূরা হাদীদ : ৪

[৯৫] এক ব্যক্তি উহাইব ইবনুল ওর্য়াদ রহ.-কে বলল, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন

اتّقِ أن يكون اللهُ أهونَ الناظرين إليك

সাবধান! আল্লাহ যেন না হন তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন দর্শক।– হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮/১৪।

আরেক ব্যক্তি বায়েজিদ বোস্তামী রহ.-কে বললেন أَوْصِنِي আমাকে কিছু অসীয়ত করুন।

তিনি বললেন

انْظُرْ إِلَى السَّمَاءِআকাশের দিকে তাকাও।

একটি ভুল বুঝাবুঝি

কিছু তরুণ যুবক এই প্রত্যাশা করে যে, তার মনে যেন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার চিন্তাই সৃষ্টি না হয়। এই মর্যাদা লাভ না হলে তারা খুব চিন্তিত হয়। ভাবে, যিকির ও মুরাকাবায় কাজ হয়নি।

মনে রাখবে, এটা শয়তানি-কুমন্ত্রণা। নফস বা মনে যদি কুদৃষ্টির বাসনাই উদিত না হয় তাহলে তা থেকে বেঁচে থাকাটা কোন্ ধরনের বাহাদুরি!

যদি কোনো 'অন্ধ' পরনারীকে না দেখার দাবী করে তাহলে এটা কোনো গৌরব বা অহংকারের বিষয় নয়।

মজা তো হল, উদ্দাম যৌন-চাহিদা থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়া। অন্তরে লজ্জা সৃষ্টি করা। পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে বেঁচে থাকা অনেক বড় জিহাদ।[৯৬]

উল্লেখিত আমলগুলো সারা জীবন করতে হয়। নিজের দোষ-ত্রুটির জন্য কান্নাকাটি করতে হয়। এ অবস্থায় মারা গেলে শান্তিময় ঘুম আসবে। হয়ত তখন মুনকার-নাকীর ফেরেশতা বলাবলি করবে

سرہانے میر کے آہستے بولو

ابھی تک روتے روتے سوگیا ہے

আমির সাহেবের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে কথা বল
এই পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়েছে মাত্র।

লোকটি আকাশের দিকে তাকাল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন أَتَدْرِي مَنْ خَلَقَ هَذَا؟ জানো, কে তা সৃষ্টি করেছেন?

লোকটি বলল, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বললেন

فَإِنَّ مَنْ خَلَقَهَا لَمُطَّلِعٌ عَلَيْكَ حَيْثُ كُنْتَ فَاحْذَرْهُ

এ বিস্তৃত আকাশের যিনি স্রষ্টা তিনি তোমাকে দেখছেন, যেখানেই তুমি থাক। সুতরাং তাকে ভয় কর।– হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০/৩৫। [অনুবাদক]

[৯৬] ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন

الجهاد أربع مراتب: جهاد النَّفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين

জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ।– যাদুল মাআ'দ ৩/৯। [অনুবাদক]

নোট

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী হাফিজাহুল্লাহ এর বিভিন্ন বয়ান
রচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও শরয়ী সমাধানের জন্য
ভিজিট করুন :

www.quranerjyoti.com

হযরতের প্রতিষ্ঠিত আল-ফালাহ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন-এর
শিক্ষা, সেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে
ভিজিট করুন :

www.alfalahbd.org